৫০ তম

জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে
ধারাবাহিক প্রকাশনা

গুলজারে মদিনা

যুল-ইয়ামিন ছাত্রকল্যাণ পরিষদ

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক

হজ্ব ও ওমরাহ্ ব্যবস্থাপনায় দেশের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান

হজ্ব ব্যবস্থাপনার বিশেষত্ব

- মক্কা ও মদীনা শরীফের সন্নিকটে সংযুক্ত বাথরুম সহকারে হোটেলের ব্যবস্থা।
- দেশীয় রুচিশীল উন্নতমানের খাবার, সকাল ও বিকালে চা-নাস্তা পরিবেশন।
- অসুস্থ হাজী সাহেবানদের নিজস্ব ঔষধ ও ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা সেবা এবং ডাক্তার এর পরামর্শ অনুযায়ী খাবার এর ব্যবস্থা।
- সর্বোচ্চ ৪৩ (তেতাল্লিশ) দিন এবং সর্বনিম্ন ১৩ (তের) দিন থাকার ব্যবস্থা।
- প্রতি ২২ জনে ১জন অভিজ্ঞ গাইড (মুয়াল্লিম) এর তত্ত্বাবধানে হজ্ব ও ওমরাহ্ কার্যাদি সম্পাদনে সহযোগিতা।
- মহিলাদের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ মহিলা মোয়াল্লিমার তত্ত্বাবধানে হজ্ব সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের ব্যবস্থা।

ওমরাহ্ সেবার বিশেষত্ব

- নির্দিষ্ট তারিখে ১ জন অভিজ্ঞ মোয়াল্লিমের তত্ত্বাবধানে গ্রুপ ভিত্তিক নিয়মিত ওমরাহ প্যাকেজ।
- সুবিধাজনক শিডিউল এ আপনার পছন্দানুযায়ী এয়ারলাইন্স/হোটেল এর (ফাইভ/ফোর/থ্রী ষ্টার) যে কোন প্যাকেজ।
- দ্রুততম সময়ে ওমরাহ ভিসা ও এয়ার টিকেট।
- এয়ারপোর্ট রিসিভ সহকারে পাসপোর্ট সংগ্রহে জটিলতা নিরসন।
- বাস/কার/হাইচ/জিএমসি জীপ এর সার্বক্ষনিক ব্যবস্থা।
- নিজস্ব বাবুর্চির টীম এর মাধ্যমে দেশীয় রুচীশীল খাবার পরিবেশন।
- মক্কা ও মদিনায় নিয়োজিত নিজস্ব অভিজ্ঞ গাইড ও মোয়াল্লিম এর সার্বক্ষনিক তত্ত্বাবধানে ওমরাহ কার্যাদি সম্পাদনসহ পূন্যময় দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিদর্শন / জিয়ারত।

সার্ভিস সমূহ

- টিকেটিং
- হজ্ব ও ওমরাহ
- ভিসা প্রসেসিং
- হোটেল রিজার্ভেশন

২০২৪ ও ২০২৫ সালের
হজ্ব
বুকিং চলছে

শাহ্ আমানত
হজ্ব কাফেলা ট্রাভেলস্ এন্ড ট্যুরস্
সরকার অনুমোদিত হজ্ব লাইসেন্স নং ১৭৮ ও ওমরা লাইসেন্স নং ৩৩৪
Licence No.178

মেট্রো ট্রাভেল সার্ভিস
Licence No.1019

হেড অফিস : ১৮৫/১৯৯ মুরাদপুর, চট্টগ্রাম। ০২৩৩৪৪৫২৫৫২ মোবাইল : ০১৮১৯-৩৮১৩৯৫, ০১৮১৫-১১৯৪৬৪
ঢাকা অফিস : সঞ্জরী টাওয়ার (৫ম তলা), ৭৮, নয়া পল্টন (মসজিদ গলি), ঢাকা-১০০০। ফোন : ০২৫৮৩১৭৩৫৩, ০১৭০১১১০৮৩৯

shahamanat_ctg@yahoo.com, shahamanatdhaka@gmail.com, info@shahamanathajjkafela.com www.shahamanathajjkafela.com facebook.com/ShahAmanatHajjKafela

৫০ তম জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবি ﷺ উপলক্ষে ধারাবাহিক প্রকাশনা

গুলজারে সিরিকোট

কৃতজ্ঞতায়: অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ মহোদয় এবং সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী

« সম্পাদনা পরিষদ »

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

প্রধান সমন্বয়ক
মুহাম্মদ সাজিদ

সম্পাদক
আশরাফ সাব্বির

সম্পাদনা সহযোগী
মুহাম্মদ ইয়াছিন আরাফাত
ফয়সাল মাহমুদ ফাহিম
মাহফুজ জারিফ

বিশেষ সহযোগিতায়
হাফেজ মুহাম্মদ নুরুল আনোয়ার
মুহাম্মদ মারুফ হাসান
হাফেজ রায়হান উদ্দীন
মুহাম্মদ শাহাদাত হোসেন
মুহাম্মদ মাছুম বিল্লাহ
মুহাম্মদ মাইনুল কাদের রেজভী
মুহাম্মদ আদনান ইসলাম

প্রকাশকাল
১২ রবিউল আওয়াল ১৪৪৪ হিজরি
০৮ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
২১ আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

শুভেচ্ছা বিনিময়
৩৫ টাকা মাত্র

মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জা
হাবিব প্রকাশন

প্রকাশনায়
প্রচার ও প্রকাশনা দপ্তর
যুল-ইয়ামিন ছাত্রকল্যাণ পরিষদ
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

উৎসর্গ

ইলমে লাদুন্নির প্রস্রবণ খাজায়ে খাজেগান খলিফায়ে শাহে জিলান হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভি রহ.

এশিয়াখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা নিকেতন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুল আউলিয়া আল্লামা হাফেজ সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি রহ.

ঐতিহাসিক জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবীর ﷺ প্রবর্তক, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা আলে রসুল মুর্শিদে বরহক হযরতুলহাজ্ব আল্লামা হাফেজ সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ রহ.

শুভেচ্ছা বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

বাতিলদের দৌরাত্ম্যে এ দেশের মুসলমান একসময় ইমানহারা হয়ে যাচ্ছিল। জাতির সেই ক্রান্তিলগ্নে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষার জন্য আলোকবর্তিকা স্বরুপ হুজুর সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রহ.) জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জামেয়ার ছাত্রদের লিখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে বাতিলের জবাব ও দ্বীনি নসিহতের ইতিহাস নতুন নয়। তারই ধারাবাহিকতায় জামেয়ার ছাত্রসংগঠন যুল-ইয়ামিনের বার্ষিক ম্যাগাজিন **'গুলজারে সিরিকোট'** একটি অত্যন্ত কার্যকরী প্ল্যাটফর্ম। আশা করছি ইমান রক্ষায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন
সিনিয়র সহ-সভাপতি, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

শুভেচ্ছা বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

এশিয়া খ্যাত দ্বীনি শিক্ষানিকেতন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা'র একক ছাত্রসংগঠন 'যুল-ইয়ামিন ছাত্রকল্যাণ পরিষদ' এর উদ্যোগে পবিত্র জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবি উপলক্ষে বার্ষিক ম্যাগাজিন **'গুলজারে সিরিকোট'** প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুবই পুলকিত। ইসলামের সঠিক বাণী জগতময় ছড়িয়ে দিতে এবং নব্য লেখকদের কলমকে ধারালো করতে এই উদ্যোগটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছি।

আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
সেক্রেটারি জেনারেল, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

মহান আল্লাহর আলীশান দরবারে অফুরন্ত শুকরিয়া এবং রাসুলে করিম ﷺ'র দরবারে অশেষ দরুদ ও সালাম পেশ করছি।

যুগশ্রেষ্ঠ অলিয়ে কামেল, আওলাদে রাসুল, হযরত সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রাহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, গাউছে যামান, মোরশেদে বরহক, হযরতুল আল্লামা আলহাজ হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ (রাহ.)'র নেগাহে করমে পরিচালিত এবং রাহনুমায়ে শরিয়ত ও তরিকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ (মা.জি.আ)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা বাংলাদেশ তথা এশিয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ছাত্রদের নিয়ে গঠিত **'যুল-ইয়ামিন ছাত্রকল্যাণ পরিষদ'**-এর উদ্যোগে **'গুলজারে সিরিকোট'** নামক ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস সুস্থ সাহিত্য চর্চায় বিরল গৌরবের অধিকারী জামেয়ার একঝাঁক মেধাবী শিক্ষার্থীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস ত্যাগে প্রকাশ হতে যাওয়া 'গুলজারে সিরিকোট' ছাত্রদের মেধা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে নিঃসন্দেহে।

গুলজারে সিরিকোট-এর বহুল প্রচার প্রত্যাশা করছি।

ড. আল্লামা আ ত ম লিয়াকত আলী

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা

অভিমত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আ'লা রাসুলিহিল কারিম।

সুন্নি মতাদর্শ ভিত্তিক ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের মারকায জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা'র ছাত্রসংগঠন 'যুল-ইয়ামিন ছাত্রকল্যাণ পরিষদ' কতৃক পবিত্র জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবি ﷺ উপলক্ষে সাহিত্য ও তথ্যসমৃদ্ধ **'গুলজারে সিরিকোট'** প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। অপসংস্কৃতি আর অপশক্তিগুলোর বিরুদ্ধে এই ম্যাগাজিন ভালো কিছু বয়ে আনবে বলে আশা করছি।

রাসুল ﷺ'র উসিলায় মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাদের শ্রমকে সফল ও সার্থক করুক। পাশাপাশি বাতিল মতবাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজকে সুন্নিয়তের আলোয় আলোকিত করে ছাত্র সমাজকে প্রকৃত ইসলামি আদর্শ প্রতিফলনের মাধ্যমে একটি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সুন্নি সমাজ বিনির্মাণের তাওফিক দিন, আমিন।

আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার
চেয়ারম্যান, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ

সম্পাদকীয়

দ্যুতি আর তিমির দ্বন্দ্ব-সৃষ্টির সূচনা থেকে। সে থেকে এ অবধি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাসহ মানবজীবনের বহুমুখীক্ষেত্রে বিবিধ সংকটে কালাতিপাত করছে মানুষ। তাকালেই ভেসে উঠে নিত্যপ্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকারহীন মানুষের আহাজারি আর আর্তনাদ। কিন্তু মহান প্রভু, যিনি আলো খোঁজার জন্যই মানবের সূচনা করেছেন তিনি চান না তাঁর প্রিয় বান্দাগুলো অমানিশায় ডুবে যাক। তাই তো তিনি যুগের প্রতিটি সন্ধিক্ষণে করেছেন আলো বিতরণকারী মহানপুরুষদের প্রেরণ। জগতসমূহের আলো মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-কে পাঠিয়েছেন তমসাচ্ছন্ন জগতকে আলোয় আলোকিত করতে। রবিউল আউয়াল আসলেই মুমিনহৃদয়ে বেজে উঠে 'ত্বলায়াল বাদরু আলাইনা'।

করোনা মহামারির ঘোর হালকা কাটতে না কাটতেই এসে পড়েছে কোরাটাইটিস। সেই সাথে ন্যাটোকে ইস্যু করে রাশিয়া-ইউক্রেন সমস্যা দিনদিন তীব্রতর হয়েই যাচ্ছে, থামছে না ফিলিস্তিনের প্রতি ইসরায়েলের নিষ্ঠুরতাও। সীতাকুন্ড'র বিএম কন্টেইনার ডিপোর বিস্ফোরণে প্রিয়জন হারিয়েছেন অনেকেই এবং লাখো মানুষ পরিবারহীন এবং বাস্তুহীন হয়েছেন সিলেট-সুনামগঞ্জের নিষ্ঠুর বন্যায়। এহেন পরিস্থিতিতে আলোকবর্তিকার ন্যায় পাশে দাঁড়িয়েছেন 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'-এর ভাইয়েরা। এই সবধরণের সমস্যা-বিপত্তি ছাপিয়ে বুকভরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে মহান প্রভুর দয়ায় ফিরে এলো পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবি ﷺ। এই শুভলগ্নকে আরও আনন্দময় করতে, পাঠক হৃদয়ের তৃষা মেটাতে **যুল-ইয়ামিন ছাত্রকল্যাণ পরিষদ**'র উপহার **'গুলজারে সিরিকোট'**। আশাকরি, পাঠকমহলে পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ সমাদৃত হবে আমাদের এই প্রয়াস। পরিশেষে সহযোগী, পরামর্শদাতা, বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞ পাঠকদের প্রতি হৃদয় নিংড়ানো প্রীতি জানাচ্ছি। অনাগত ভবিষ্যতেও শুভাকাঙ্ক্ষীদের শুভকামনা থেকে বঞ্চিত হব না-এটাই মনস্কামনা।

আশরাফ সাব্বির
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
যুল-ইয়ামিন ছাত্রকল্যাণ পরিষদ।

সূ | চি | প | ত্র

ইসলামে দাওয়াহর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ▪ ড. আল্লামা মুহাম্মদ লিয়াকত আলী || ০৮

মসলকে আ'লা হযরত এবং জামেয়া ▪ আল্লামা আনিসুজ্জামান আল কাদেরী || ১২

জামেয়া ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ▪ মুহাম্মদ তৈয়বুল ইসলাম || ১৭

জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়ার কোন বিকল্প নেই ▪ মাও. মুহাম্মদ শাহ্ জালাল || ২২

فضيله الرسول على جميع الخلق ▪ مولانا محمد عبد القادر جواد || ২৫

বাংলায় মুসলিম সভ্যতা ও ঐতিহ্য ▪ মাও. মুহাম্মদ আবদুল করিম || ২৬

বাংলায় ইসলাম প্রচারে পীর-আউলিয়াদের ভূমিকা ▪ মুহাম্মদ সৈয়দুল হক || ৩০

لامتثال امر الله ميلاد نبي الله (صلى الله عليه وسلم) ▪ محمد شهادت على حسين || ৩৫

তাকওয়া হৃদয়ে প্রশান্তির মহৌষধ ▪ ফাহাদ বিন আজাদ সিদ্দিকী || ৩৬

সুষমা সঞ্চিত ইসলাম ▪ মাহফুজ জারিফ || ৩৯

তাকওয়া: মানবজাতির শ্রেষ্ঠ ভূষণ ▪ মীর মুহাম্মদ মুনিরুল হাসান মাহী || ৪৬

প্রয়োজন আরেক ইলমুদ্দিনের ▪ মুহাম্মদ সাইদুর রহমান সাইদ || ৪৯

An Unceasing Light Of Prophet Love ▪ Rezaul Karim || ৫১

যিকরে তৈয়ব ▪ মাঈনুল কাদের রেজভী || ৫২

নূরে মুজতবার ﷺ প্রকাশক্ষণ ▪ মিশকাতুল জান্নাত || ৫৩

ছড়া ও কবিতা || ৫৬

যুল-ইয়ামিন সাংগঠনিক প্রতিবেদন || ৫৯

আসলাফে যুল-ইয়ামিন || ৬১

যুল-ইয়ামিন ছাত্রকল্যাণ পরিষদ (২০২১-২০২২) || ৬৩

ইসলামে দাওয়াহর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ড. আল্লামা আ ত ম লিয়াকত আলী

আদ্ দা'ওয়াহ্

আদ্ দা'ওয়াহ্ 'আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থ ডাকা, আহ্বান করা, সাহায্য কামনা করা, প্রার্থনা, দু'আ, নিমন্ত্রণ, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত করা, উৎসাহিত করা, প্ররোচিত করা ইত্যাদি। আধুনিক অভিধানে দা'ওয়াহ্ শব্দটি ধর্মের অভিষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনের প্রচার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। The Hans wehr Dictionary of Modern Written Arabic -এ দা'ওয়াহ্ শব্দটির অর্থে বলা হয়েছে Missionary activity. Missionary work. propaganda {The Hans wehr Dictionary of Modern Written Arabic. ed. j.m cowan. (New york. 1976) p.283}

পরিভাষায় আদ্ দা'ওয়াহ্ হল, দীন প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ বর্জনে দীনের দা'ওয়াত অন্যের নিকট পৌছানো, নসীহত বা অন্যের শুভ কামনা এবং ওয়ায বা সদুপদেশ প্রদানের মাধ্যমে আহবান করা। ব্যাপক অর্থে লেখনে বলনে ও কার্যকলাপে মানুষকে ইসলামের শাশ্বত আদর্শে ধাবিত করা। দা'ওয়াহ্ হল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস যা দ্বারা মানুষকে ইহ জাগতিক কল্যাণ ও পরলৌকিক মুক্তির লক্ষ্যে কুফর, শিরক, বিদআত ও শরীআহ্ বিরোধী কার্যকলাপ থেকে ঈমানী ও ইসলামী ভাবধারায় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উজ্জীবিত করা। কুফরের অন্ধকারচ্ছন্নতা ও মূর্খতা থেকে ইসলামের সমুজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত করা। সাহাবায়ে কেরাম, তাবি'ঈন, তাবে' তাবে'ঈন, সালফ সালিহীন, আউলিয়ায়ে কামিলীন ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আদর্শ অনুসারীদের নীতি আদর্শের দিকে আহবান করা। যার মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমান মুবাল্লিগের দায়িত্ব নিয়ে দীনের সঠিক পথ ও মত প্রচারে নিয়োজিত থাকবে এবং বিরুদ্ধবাধীদের মোকাবেলায় সঠিক দীন-আক্বীদাহ্ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।

দা'ওয়াহ্ কার্যক্রম সর্ববস্থায় ইসলামী মূল্যবোধ, কৃষ্ঠি-সংস্কৃতি বজায় রেখে শরী'আত সম্মত পন্থায় করতে হবে। কোন ক্রমেই অমুসলিম সংস্কৃতি অনুকরণ, প্রতারণা, শঠতা, কপটতা, বেহায়াপনা, উৎপীড়ন ও বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে করা যাবে না। তাই দীন প্রতিষ্ঠায় স্থান-কালভেদে আল্লাহ্র ওয়াহ্দানিয়্যাত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাত প্রচারে সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো হল দা'ওয়াহ।

ইসলাম

ইসলাম 'আরবী শব্দ। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শান্তি, আপোষ, বিরোধ পরিহার, বশ্যতা, সমর্পণ ইত্যাদি। আল্লামা বদরুদ্দীন আল্ 'আইনী (রাহ.)- এর মতে, ইসলাম হল

কালিমা শাহাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবূল করা এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত অনিবার্য কাজসমূহ সম্পাদন করা ও নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাকা।

দা'ওয়াহ্র গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী জীবন দর্শনে দা'ওয়াহ্ অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইসলামের প্রচার, প্রসার, প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। হযরত আদম (আ.) থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যুগে যুগে সকল নবী-রাসূল প্রধানত এ কাজই করেছেন। নুবুওয়াত ও রিসালাতধারা সুসম্পন্ন হওয়ার পর সাহাবী, তাবি'ঈ, তাবি' তাবি'ঈন, মুজতাহিদীন এ কাজের সুষ্ঠু আঞ্জাম দিয়েছেন। এরপর পূর্বসূরী 'উলামা-মাশায়িখ ও মুবাল্লিগরা নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এর প্রয়োজনীয়তা থাকবে। সেজন্য বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও এ কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। দা'ওয়াহ্র গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার মধ্যে রয়েছে,

১. আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালন

দা'ওয়াহ্ কার্যক্রম ও দীন প্রচারের জন্য আল্লাহ্র আদেশ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা রয়েছে। তাই দা'ওয়াহ্র দায়িত্ব পালন করা প্রত্যেক মুসলমান বর্ণ ও গোত্রভেদে সমানভাবে সকলের জন্য ফরয। সুতরাং এতে অবহেলার সুযোগ নেই। ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ○

"হে রাসূল আপনার রবের নিকট হতে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন। আপনি যদি তা প্রচার না করেন, রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেন না। আল্লাহ্ আপনাকে মানুষের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদের সুপথে পরিচালিত করেন না।"[১] হাদীস শরীফে রয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আমার বাণী পৌঁছিয়ে দাও, যদি তা এক আয়াতও হয়। বানী ইসরাঈলদের কাছ থেকে বর্ণনা কর, তাতে কোন অসুবিধা নেই। যে ব্যক্তি

১. সূরাহ্ আল্ মায়িদাহ্, আয়াত ৬৭।

ইচ্ছে করে আমার উপর মিথ্যে প্রতিপন্ন করে, সে যেন তার অবস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়।"[২]

২. ইসলামের প্রচার-প্রসার

দা'ওয়াহ্ হল, ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সর্বাধিক কার্যকরী মাধ্যম। দা'ওয়াহ্ ব্যতীত ইসলামের নীতি ও আদর্শ প্রসারিত হয় না। দা'ওয়াহ্ হল প্রচার, ইসলামের প্রতি আহ্বান, ইসলামের আদর্শ ও জীবন ধারার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, পারাবিরিক সৌহার্দ্য, ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করা ইত্যাদি। এর মাধ্যমে মানুষের কাছে আল্লাহ্র দীনের মর্মকথা পৌছানো হয়। মানুষকে ইসলামের নীতি-আদর্শ ও বিধি-বিধান বুঝানো হয়। ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও কল্যাণকামিতা অনুধাবন করে মানুষকে এর প্রতি আকৃষ্ট করা হয়। দা'ওয়াহ্য় বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে থাকে। তাই দা'ওয়াহ্র মাধ্যমে ইসলামের প্রচার প্রসার হয়। ইরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○

"আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম? যে আল্লাহ্র দিকে দা'ওয়াত দেয়, সৎকাজ করে এবং বলে, অবশ্যই আমি (আল্লাহ্র) অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।"[৩]

৩. সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শন

পৃথিবীর বেশীরভাগ মানুষ ইসলাম থেকে দূরে রয়েছে। তারা ইসলাম সম্পর্কে অনবহিত। জীবনাদর্শে ইসলাম সর্বোতভাবে মানব কল্যাণে অতুলনীয় হওয়ার পরও অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেনি। শয়তানের প্ররোচনা, প্রথাগত পাপাচারে লিপ্ততা ও পশুত্ব প্রবৃত্তির প্রলোভনে তারা সীমাহীন বিভ্রান্তিতে ডুবে রয়েছে। এমনকি অনেক মুসলিমেরও ইসলাম সম্পর্কে ভাল ধারণা ও যথার্থ জ্ঞান না থাকায় পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত সত্য সঠিক ও সুন্দর পথ ইসলাম থেকে বিমুখ থাকছে। এ সব মানুষকে ইসলামের হেদায়াত দেয়া এবং আল্লাহ্র পথে পরিচালনার জন্য দা'ওয়াহ্ কার্যক্রম অতীব জরুরী। তাই মানুষের সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য দা'ওয়াহ্ সবসময় গুরুত্বপূর্ণ।

৪. ইসলামের নীতি-আদর্শ পালন ও সংরক্ষণ

ইসলামের নীতি-আদর্শ ও ইসলামী জীবনধারা সমুন্নত, সংরক্ষণ ও অক্ষুন্ন রাখতে দা'ওয়াহ্র গুরুত্ব অপরিসীম। দা'ওয়াহ্ ছাড়া ইসলাম যথাযথ প্রতিষ্ঠিত থাকে না এবং মুসলমানদের

---

২. ইমাম আল্ বুখারী, আস্ সাহীহ্, খ. ৪, পৃ. ১৭০, হাদীস ৩৪৬১; ইমাম আত্ তিরমিযী, আল্ জামি', খ. ৪, পৃ. ৩৩৭, হাদীস ২৬৬৯; ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, আল্ মুসনাদ, খ. ১১, পৃ. ২৫, হাদীস ৬৪৮৬; ইমাম দারিমী, আস্ সুনান, খ. ১, পৃ. ৪৫৫, হাদীস ৫৫৯; ইমাম আত্ ত্বাহাভী, শারহু মুশকিলিল আসার, খ. ১, পৃ. ১২৫, হাদীস ১৩৩; ইমাম ইবন হিব্বান, আস্ সাহীহ্, খ. ১৪, পৃ. ১৪৯, হাদীস ৬২৫৬।

৩. সূরাহ্ ফুস্সিলাত, আয়াত ৩৩।

ইসলামী আদর্শে টিকে থাকা সম্ভব হয় না। কেননা ইসলামবিরোধী প্রচারণা ও তাদের ইসলামবিদ্বেষীদের মনোভাব সবসময় প্রবল থাকে। তাদের শয়তানী শক্তি ও দীনবিরোধী কর্মকাণ্ডের মোকাবেলায় ইসলামী দা'ওয়াহ্ সচল ও অব্যাহত রাখা অপরিহার্য।

৫. অসুসলিম সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা পরিহার

কুফর ও শির্কী চিন্তা-চেতনা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে এবং পথভ্রষ্ট করে। অশালীন, অনৈতিক ও অমার্জিত সংস্কৃতি মানুষের নৈতিক স্খলন ঘটায়। ইসলামের আদর্শবিহীন জীবন-যাপন ক্রমান্বয়ে পাপের পথ প্রসস্ত করে। দা'ওয়াহ্ মানুষকে অমুসলিম চিন্তা-চেতনা ও ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ থেকে দূরে রাখতে ভূমিকা রাখে।

৬. 'ইবাদত-বন্দেগীর জ্ঞান চর্চা

আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধে আনুগত্য করা সকলের জন্য ফরয। তাই 'ইবাদত বন্দেগী 'আমলের ক্ষেত্রে ব্যাপক ও জীবনঘনিষ্ট। আর মানুষকে এ জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্র ইচ্ছের প্রতিফলনে সঠিক 'ইবাদত অপরিহার্য। তাই নামায, রোযা, হজ ও যাকাত এর পাশাপাশি অন্যান্য সকল 'ইবাদত বন্দেগীর সঠিক নিয়মনীতির বিস্তারিত জ্ঞান আদান প্রদানে দা'ওয়াহ্ খুবই জরুরী।

সুতরাং ইসলামী আদর্শে জীবন-যাপনের জন্য দা'ওয়াহ্ প্রয়োজন।

✍ অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা

মসলকে আ'লা হযরত এবং জামেয়া

হাফেজ আল্লামা আনিসুজ্জামান আল কাদেরী

মহান রাব্বুল আলামিনের দয়া, মেহেরবানির অন্ত নেই। পথভোলায় অভ্যস্ত সাধারণ মুসলমানদের তিনি বারে বারে সত্যের আলোতে ডেকে নেন। যুগে যুগে নবি-রাসুলের ধারাবাহিকতা তাঁর অনুগ্রহরই পরিচয় দেয়। শেষ নবির তিরোধান পরবর্তী হেদায়তের পবিত্র আলো প্রজ্বলিত রাখার জন্য তাঁর উম্মতের কাছে কুরআন-সুন্নাহর পাশাপাশি প্রতিটি শতাব্দির মাথায় মুজাদ্দিদ প্রেরণের ধারা অব্যাহত রাখেন। হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযার (রহমতুল্লাহি আলাইহি) ব্যাপক সংস্কার কর্ম তাঁকে মুসলিম মানসে এক ভিন্ন মাত্রার ইমেজে দাঁড় করিয়েছে। বিশেষত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা বিশ্বাসে তাঁর সংস্কারের স্বীকৃতি তাঁকে অনন্য স্বকীয়তায় ভাস্বর করে তুলেছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী আসবে, মুজাদ্দিদের সে প্রবাহও থাকবে অব্যাহত, কিন্তু তাঁর সর্বপন্নাৰী আপোষহীন 'তাজদীদ' (যুগান্তরকারী সংস্কার কর্ম) এমন অমরত্বে মিল্লাতের মানসপটে ছাপ রেখে দিয়েছে, চিরায়ত অনুসরণীয় শাশ্বত হক আকীদা-আমল নতুন জীবন পেয়ে তারই নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। বিশুদ্ধতম সুন্নী আকীদার প্রতিশব্দ হয়ে হক পন্থীদের মনমানসে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে 'মসলকে আ'লা হযরত'। মাত্র ১৩ বছর ১০ মাস ৫ দিন বয়সে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করে পিতার দেয়া নির্দেশে দুগ্ধদান সম্পর্কিত এক জটিল বিষয়ে শরয়ী সমাধানের জন্য কলম হাতে নেন আ'লা হযরত। তাঁর সমাধান হতবাক করে বিদগ্ধ মহলকে। সেই থেকে ওফাত পর্যন্ত থামেনি এ কলম। তাঁর মসীর অসি ওহাবী, দেওবন্দী, লা মাযহাবী, শিয়া, কাদিয়ানী, রাফেজিসহ সমকালীন বিশ্বে উদ্ভূত বাতিল ফিরকাসমূহের যেমন করব রচনা করেছে, তেমনি মুসলিম উম্মাহর সম্মুখ পথকে করেছে কন্টকহীন মসৃণ। ভারতবর্ষে ওহাবী মতবাদকে প্রতিষ্ঠার জন্য সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও ইসমাইল দেহলভী বৃটিশ সহায়তায় মৌলভী কাসেম নানুতুভীকে দিয়ে দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে। ইংরেজদের মদদপুষ্ট হয়ে ভক্ত গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবুওয়ত দাবী করে কাদিয়ানী নামের বাতিল ফিরকার জন্ম দেয়। ওহাবী মতবাদের জনক ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর আত্-তাওহীদ'র উর্দু রূপ 'তাকভিয়াতুল

ইমান' রচনা, যা সাহাবায়ে রাসূলে থেকে চলে আসা আকীদা-বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত হানে। এ ধারাবাহিকতায় দেওবন্দ'র প্রতিষ্ঠাতা মৌং কাসেম নানুতুভী 'তাহযীরুনাস' গ্রন্থ, আশরাফ আলী থানভীর হেফাজুল ইমান' গঙ্গুহীর বারাহীনে কাতিয়া ইত্যাদির দ্বারা ইসলামি আকায়েদের প্রাণকেন্দ্র আল্লাহর হাবীব আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ ﷺ'র প্রতি অবমাননার ধৃষ্টতা দেখিয়ে চিরায়ত বিশ্বাসে চরম আঘাত হানে। এদের প্রতি বারংবার সংশোধনের তাগাদা দিলেও তারা সে সব ইমান-বিধ্বংসী, সর্বনাশা বক্তব্য প্রত্যাহার না করায় শরীয়তের পবিত্র দায়িত্ব পালনে নিরুপায় আ'লা হযরতের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে কুফরীর ফতওয়া প্রদান করতে হয়। ফলে শাণিত হয়ে উঠে মুসলিম চেতনা। ওহাবী আকীদার খন্ডনেই তিনি আঠারোটি কিতাব প্রণয়ন করেন। আলহামদুলিল্লাহ! তাঁর প্রদত্ত কোন ফতওয়া ও শরঈ সমাধান আজ পর্যন্ত কেউ চ্যালেঞ্জ করতে সাহস করেনি। কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিদার হলেও দেওবন্দীরা এটা প্রচার করে না যে, তারা লেখালেখির চোরা পথে প্রবিষ্ট হয়েছে কাদিয়ানী ফিতনা। অথচ সত্য এটাই যে, আ'লা হযরত এ ফিতনার মূলোৎপাটনে পাঁচটি প্রামাণ্য গ্রন্থ মিল্লাতের অস্ত্র স্বরূপ উপহার দেন। এছাড়াও ত্রিত্ববাদ, শির্ক, ইলহাদ, নেচারী, নওয়াসিব, গাইরে মুকাল্লিদ লা-মাযহাবী, নদওয়া মুসফিকা, তাফদ্বীলিয়া, মুতাসাওয়িফা প্রভৃতি বাতিল মতবাদও সচেতন সংস্কার কর্ম ও ব্যাপক বিপ্লবধর্মী চিন্তাধারা দ্রুত ভারতবর্ষ হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাতে সমসাময়িক হক্কানী ওলামা-মাশায়েখ ১৮৮০ খ্রী. সনে তাঁর জীবদ্দশাতে তাঁকে অবিসংবাদিত শতাব্দীর মহান সংস্কার তথা 'মুজাদ্দিদ' হিসেবে অকুণ্ঠ চিত্তে বরণ করে নেয় । তাঁর সাধনার প্রধান ক্ষেত্রত্রয়ের কথা তিনি নিজেই বলেছেন। ১. শানে রেসালতে ধৃষ্টতার প্রদর্শনকারীর সমুচিৎ জবাব দেয়া। ২. বাতিল ফিরকার দলীল প্রমাণের চূড়ান্ত খণ্ডন করা ও হানাফী ফিকাহে অধিকতর সমুজ্জ্বল করা। আ'লা হযরতের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এ বিশাল কর্ম পরিধির মূল প্রেরণা আর কিছুই নয়। তিনি সমকালের শ্রেষ্ঠতম নবি প্রেমিক আশেকে রাসুল ছিলেন। তিনি তাঁর অসাধারণ কর্মদক্ষতা আর প্রতিটি যোগ্যতা দিয়ে প্রমাণ দিয়েছেন, তিনি প্রিয় নবির প্রেম সিন্ধুর একটি বিন্দুর চির কাঙাল। তাই নবিজীর সম্পর্কিত অকালে সবকিছুতেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন আকাশের বিশালতা দিয়ে। এজন্য

নবিবংশের এক পালকি বেহারার কাঁধে চড়ার গ্লানী দূর করতে অবিভক্ত ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বি এক জ্ঞান সাধক আ'লা হযরত তাঁকে পালকিতে চড়িয়ে নিজের কাঁধে নিয়ে বনে অকুণ্ঠে তার কাফফারা দিয়েছেন। আওলাদে রাসূলের প্রতি এ শ্রদ্ধাকে গোটা ইসলামি দুনিয়াকেই অভিভূত ও মুগ্ধ করেছে। নবির চরণে তাঁর এক অসামান্য বিনয়ের কথা ভাবতেই অজান্তে দু'নয়ন অশ্রুসজল হয়ে ওঠে বৈকি। এটাই তাঁর সাধনার মূল বেদী, এখানেই তিনি আত্মনিবেদিত। এখানেই তিনি স্বতন্ত্র। তিনি আলাদা, অসাধারণ। তাঁর সেই রাসুল প্রেমের অর্থ হয়ে দেদীপ্যমান না'তের কাবা হাদায়েকে বখশিশ। মসলকে আ'লা হযরতের মূল কথা তিনি 'তামহীদে ইমান' পুস্তিকায় ব্যক্ত করেছেন । যদি কারো দ্বারা প্রিয় নবির শানে সামান্যতম গোস্তাখি বা অবহেলা প্রদর্শিত হয়, "তবে তাকে দুধ থেকে মাছি স্কুলে নিক্ষেপ করার মত নিম্ন অন্তর থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলো, হোক সে যতকিছুই"। এ অন্তর্নিহিত সংবাদটি সবার মাঝে সঞ্চারিত হোক, এ লক্ষেই কুতুবুল আউলিয়া আলে রাসুল শাহেনশাহে সিরিকোট হযরত সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলার বুকে মদীনাতুল আউলিয়া চট্টগ্রামে ১৯৫৪ ইং সনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিশতিয়ে নূহ জান্নাত নিশান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা। কোন সে ব্যাথার বিষণ্নতা তাঁর পবিত্র বুকে চনমনিয়ে ওঠেছিল সুন্নিয়তের এ দূর্গ গড়ার প্রেরণা, সে ইতিহাস আজ আবিদিত নয়। নবি প্রেম শূন্য দ্বীনি ইলম ইবাদত সবই অন্তঃসারশুন্য। এটাই মসলকে আ'লা হযরতের মূল থিম। নয়তো তখন নাম যশ বড় মাদরাসা আরো ছিল। কিন্তু 'বানিয়ে জামেয়া' এর ভিত্তি দিতে ইরশাদ করেছিলেন, "জামেয়া কা সাঙ্গে বুনিয়াদ মসলকে আ'লা হযরত পর রাখা গ্যায়ী"। সেই ঘোষণা সুন্নী জনতার মনে অনুরণিত হয়ে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেয় এই জামেয়া মসলকে আ'লা হযরত প্রতিষ্ঠার প্রেরণা, আ'লা হযরতের মৌলিক দর্শন চর্চার প্রাণকেন্দ্র। এ কথার যথার্থতা প্রমাণে এখানে সুন্নী আন্দোলনের অগ্র সৈনিক লব্ধ-প্রতিষ্ঠা লেখক, প্রত্যয়ী সংগঠক এডভোকেট মোসাহেব উদ্দিন বখতিয়ার সাহেবের লেখা হতে কয়েকটি লাইনের উদ্ধৃতি অতি সমীচিন মনে করছি। "শাহেন শাহে সিরিকোট হযরত সৈয়দ আহমদ শাহ (র.) সর্বপ্রথম মসলকে আ'লা হযরতের ভিত্তিতে এদেশে ১৯৫৪ তে প্রতিষ্ঠা করেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা যা

বর্তমানে বাংলাদেশে আ'লা হযরত চর্চার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। পরবর্তী তাঁর সাহেবজাদা তৈয়ব শাহ্'র হাতে আ'লা হযরতের সামগ্রিক চিন্তার ব্যাপকতা লাভ করে। আ'লা হযরত রচিত না'তিয়া 'সবসে আওলা' এবং 'মুস্তফা জানে রহমত' তাঁরই যুগান্তরকারী পদক্ষেপে আজ এখানকার ঘরে ঘরে, মাহফিলে, মাদরাসায় চর্চিত হচ্ছে। [সূত্র : আল মুখতার, আ'লা হযরত কনফারেন্স ২০১১ স্মারক]।

এ প্রসঙ্গে তার আর একটি তথ্য রীতিমত অবাক করে। আ'লা হযরত'র 'তাদবীরে ফালাহ' গ্রন্থের একটি প্রস্তাবনা বাস্তবায়নে এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি চেয়েছেন মুরিদ ভক্তরা নিজেদের বিরোধ কোর্টে না গিয়ে নিজেরা মীমাংসা করে নিক। ১৯৭৮ ইং সনে গাউসে পাক হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রাদ্বিয়াল্লাহু মানহু) র রওযা শরীফে অবস্থানে তিনি এ নির্দেশনা স্থির করেন। যা লিখিত নির্দেশনা হিসাবে ২১ এপ্রিল ১৯৮৭ ইং আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার নিয়মিত সভায় পঠিত হয়। আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর প্রতিষ্ঠিত জশনে জুলুসে আ'লা হযরতের নাত সমূহ পড়ার জন্য ফরমাশ দিতেন। মাসিক তরজুমান আ'লা হযরত চর্চার সংবাদ ও তার সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধ গুরুত্ব সহকারে ছাপিয়ে থাকে। তাঁর অনেক রচনাবলি এ পত্রিকায় ধারাবাহিক অনুদিত হয়ে থাকে। এ পত্রিকার লেখকবৃন্দের অধিকাংশ জামেয়ার সাবেক বা বর্তমান শিক্ষার্থী। তরজুমানে, আনজুমান রিসার্চ সেন্টারে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ জামেয়ারই ফসল। জামেয়ার অধ্যক্ষ পদে প্রথমেই শাহেন শাহে সিরিকোট (রহ.) আ'লা হযরতের সিলসিলারই একজন মুফতি ওয়াকার উদ্দিন (রহ.) কে নিয়োগ করে মসলকে আ'লা হযরতের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার সূচনা করেন। হুযূর কেবলা তৈয়ব শাহ্ (রহ.) পরে এমনি আরেক মহান ব্যক্তিত্ব আল্লামা নসরুল্লাহ খান (রহ.) কে নিয়োগে এ ধারা অব্যাহত রাখেন। আলা হযরতের বিশুদ্ধতম উর্দু তরজুমায়ে কুরআন 'কানযুল ইমান' বাংলা ভাষায় অনুবাদ বাংলাভাষী মুসলমানদের অশেষ কল্যাণ সাধিত করেছেন আল্লামা এম.এ. মান্নান সাহেব। যিনি জামেয়ারই ফসল। মিশর আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অধ্যাপক আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আ'লা হযরতের ওপর গবেষণা করেছেন। তিনিও জামেয়ার গড়া এক সাবেক কৃতি ছাত্র। এ কৃতিত্বে তিনিই প্রথম বাংলাদেশী ছাত্র। বিশিষ্ট ইসলামি

রাজনীতিবীদ আল্লামা স.উ.ম আব্দুস সামাদ এম ফিল করেন আ'লা হযরত'র ওপর। তিনিও জামেয়ার সাবেক ছাত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আ'লা হযরতের অনবদ্য নাত কাব্য সংকলন হাদায়েকে বখশিশ'র ওপর পূর্ণাঙ্গ থিসিস করেছেন ড. আল্লামা নাসিরউদ্দীন। তিনি জামেয়ারই প্রাক্তন ছাত্র। তিনি জামেয়া মহিলা মাদরাসায় শিক্ষকতাও করেন। আ'লা হযরত ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া থেকে এই পর্যন্ত যে সমস্ত মেধাবী মননশীল আলেমরা মসলকে আ'লা হযরত চর্চার ধারা বেগবান রেখেছেন তাদের নব্বই ভাগই জামেয়ার ফসল। ঢাকার বুকে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ আলা হযরত কনফারেন্স দেশে ব্যাপক সাড়া জাগিয়ে আ'লা হযরত চর্চা জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছেন, তন্মধ্যে উপাধ্যক্ষ আবুল কাশেম ফজলুল হক, মুফতি বখতিয়ার উদ্দীন, জসীমউদ্দীন আযহারী সহ জামেয়ার প্রাক্তন কৃতি ছাত্রদের কথা উল্লেখ করার দাবী রাখে। আমানবাজার লালিয়ার হাটে জামেয়ার প্রাক্তন কৃতি ছাত্র মুফতি শাহেদুর রহমান হাশেমী'র প্রতিষ্ঠিত আ'লা হযরত কনফারেন্স সহ দেশের সব অনুষ্ঠানাদির জামেয়ার ছাত্রদের ভূমিকাই অগ্রণী। জামেয়ার এ্যাসেম্বলীতে 'ছবছে আ'লা' দিয়ে প্রাত্যাহিক কার্যক্রমের সূচনার কথা উল্লেখ হয়েছে। হুযূর কেবলার অসংখ্য রূহানী সন্তানদের উপস্থিতি অনুষ্ঠিত সকল প্রোগ্রামের বিশেষ আকর্ষণ 'মুস্তফা জানে রহমত'র কোরাশ হৃদয়ে ভক্তির তুফান জাগায়। তাঁর পেছনে জামেয়া ওয়ালা হযরাতের নির্দেশনাই কার্যকর। সর্বশেষ সংযোজন যা সর্বমহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে আলমগীর খানকা শরীফে নিয়মিত হাদায়েকে বখশিশ পাঠের আসর, সাপ্তাহিক দরসে ফতওয়ায়ে রযভিয়্যাহ (যাতে অধ্যক্ষ সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আল কাদেরী (মা.জি.আ.) এবং মুফতি কাযী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ সাহেব (মা.জি.আ.) দরস দেন) ইত্যাদি এ যাত্রার ক্ষেত্রে ব্যাপক গতি এনেছে। জামেয়ার বর্তমান প্রিন্সিপাল, ভাইস-প্রিন্সিপাল, শাইখুল হাদীস, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুফতি, প্রভাষকবৃন্দ প্রায়ই জামেয়ার গড়া একঝাঁক ওলামা, যাঁরা নিজেদের মেধা-মনন দিয়ে মসলকে আ'লা হযরত চর্চায় রত।

✍ সিনিয়র আরবি প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা।

জামেয়া ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

মুহাম্মদ তৈয়বুল ইসলাম

দেশের প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে চট্টগ্রামস্থ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা অন্যতম। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার ষাট বছরকাল অতিক্রম করল। ষাট বছর পদার্পণে যেকোন প্রতিষ্ঠান মহীরূহ রূপ ধারণ করবে সন্দেহ নেই। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্টরা সাফল্যের গর্বে তপ্ত কিনা জানিনা, তবে অত্যন্ত নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠানটির। সাফল্য, ব্যর্থতা, মাযহাব মিল্লাতের আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সক্ষমতা প্রভৃতি মূল্যায়ন করা যেতে পারে। জামেয়ার সাথে আধ্যাত্মিক আবেগ জড়িয়ে আছে নিঃসন্দেহে। হাযরাতে কিরাম এ জামেয়া "কিশতিয়ে নূহ" ও "জান্নাত নিশান" নামে অভিহিত করেছেন। এ বিষয়াবলীকে অন্তরে ধারণ জামেয়ার প্রতি সীমাহীন ভালবাসা হৃদয়ে ধারণ করেও জামেয়াকে মূল্যায়নের সুযোগ আছে। তদুপরি ২০০৪ সালে জামেয়ার উপর অশুভ শক্তির যে ভয়াল থাবা আগ্রাসন ও আক্রমন চালায় এতদপ্রেক্ষিতে সময়োপযোগি চিন্তা ও দূরদর্শীতার মাধ্যমে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধ এবং যাবতীয় অতন্ত শক্তিকে অঙ্কুরেই বিনাশে কোনরূপ ছাড় দেয়া যেতে পারেনা। ঐ সময়ের আক্রান্ত জামেয়াকে আমাদের মনে রাখতে হবে; এবং জামেয়ার পক্ষে এবং বিপক্ষে কারা অবস্থান নিয়েছিল তা তুলে গেলেও চলবেনা।

আমরা সবাই জানি, জামেয়া প্রতিষ্ঠার একটি প্রেক্ষাপট আছে। এটি অন্য দশটি প্রতিষ্ঠানের মত গতানুগতিক কোন প্রতিষ্ঠান নয়। একটি মহান লক্ষ্য, আদর্শ, মিশন ও ভিশন নিয়ে জামেয়ার অভ্যুদয়। "মাসলাকে আলা হযরত" যার ভিত্তি। ঐতিহাসিকভাবে এ উপমহাদেশ ইসলামের উর্বর ভূমি। এখানে ইসলামের উম্মেষ ও বিকাশ ঘটে আউলিয়ায়ে কিরাম তথা সুফিগণের মাধ্যমে। সুফিবাদি মানবিক দর্শন, উদারনৈতিক মূল্যবোধ ও অপরাপর সংস্কৃতির সাথে সমন্বয়বাদি দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে এখানে ইসলামের প্রসার দ্রুত ও ব্যাপক বিস্তৃত হয়। কিন্তু একটা পর্যায়ে ইসলামের প্রচার প্রসারের পরিবর্তে একটা গোষ্ঠির উম্মেষ ঘটে, ইসলামের পরিশুদ্ধির নামে (ইতিহাসে যা ফরায়েজি ও ওহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত)। ভারতে স্থাপিত দারুল

উলুম দেওবন্দ উপমহাদেশে ওহাবীবাদ সহ নানা কিসিমের ফেরকা এবং সাম্প্রতিক সময়ে আহলে হাদীস ও লা-মাযহাবী ফিতনার উদ্ভাবক ও নেতৃত্ব দানকারী।

এদেশে যুগ যুগ ধরে যাপিত ইসলামি আদর্শ ও আচার-আচরণকে প্রশ্নবিদ্ধ ও ইসলামের সাম্যবাদি শান্তিময় ধারাকে কলুষিত করে ওহাবীবাদ নানা নামে, নানা ধারায়। এসব কর্ম তৎপরতার বিপক্ষে হকপন্থি ওলামায়ে কিরাম বিক্ষিপ্ত ও অসংগঠিতভাবে মানুষকে সঠিক ইসলামের পথে চালিত করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু দেওবন্দ হতে ফারেগপ্রাপ্ত হাজার হাজার ওহাবী প্রোডাক্ট এর বিপরীতে একসময় হকপন্থি ওলামায়ে কিরামের সংখ্যাও ক্রমশঃ কমতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চুয়ান্ন সালে বাঁশখালীতে দরুদ শরীফ পড়ার মত মানুষ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আলে রাসুল সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রহঃ) বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে পেরে সম্ভবত ঐশি ইঙ্গিতের জামেয়া প্রতিষ্ঠায় অগ্রবর্তী হন। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাক জামেয়াকে কবুল করেছেন। আজ একক ও অনবদ্যভাবে মূল ধারার ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু জামেয়া এবং জামেয়াকে কেন্দ্র করে আমাদের প্রত্যাশা ও চাওয়া আরো ব্যাপক। শুধুমাত্র উদ্যোগি হলে এসব অর্জন। অনায়াসে সম্ভব। যার কয়েকটি নিম্নরূপ:

- সুন্নীয়ত ও তরীক্বতের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এবং বাতিল অপশক্তির সর্বগ্রাসী আগ্রাসন হতে দেশের মানুষের ইমান আক্বীদা সংরক্ষণে জরুরী ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- দেশের প্রত্যেকটি জেলা হতে প্রতিবছর কমপক্ষে পাঁচজন করে ছাত্রকে বাছাইপূর্বক (প্রয়োজনে বৃত্তির ব্যবস্থা করে) জামেয়াতে (কোটা সংরক্ষণ করে) অধ্যয়নের সুযোগ করে দিতে হবে এবং তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরবর্তীতে উক্ত জেলার দা'য়ী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
- জামেয়া হতে ফারেগপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি ছাত্র বিশেষতঃ সম্ভাবনাময়ী বিশেষ ছাত্রদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রাখতে হবে। প্রয়োজনে এজন্য আলাদা সেল গঠন করা যেতে পারে। পাশ করা প্রত্যেকটি ছাত্রকে আপাতত সম্ভব না হলেও অন্তত দশ-পনের জন এবং পর্যায়ক্রমে আরো বিস্তৃতভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে হবে।

। প্রতি বছরই অধ্যয়নরত ছাত্রদের ঝোঁক ও প্রবণতা অনুযায়ী কিছু আলেম, কিছু ব্যবসায়ী, কিছু পেশাজীবি (সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত), কিছু শিক্ষক, কিছু আইনজীবি, কিছু প্রবাসী, কিছু রাজনীতিক, কিছু সাংবাদিক ঐভাবে বিন্যাস করতে হবে। এবং প্রতি ব্যাচকেই লক্ষ্যাভিমূখী প্রশিক্ষণ, প্রেষণা (Motivation), তদারকী (Monitoring) ও সমন্বয়ের (Co-ordination) মাধ্যমে উদ্দেশ্যপূরণে ব্রতী হতে হবে।

▪ মাযহাব ও তরীকৃতকে অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করতে হবে। সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আমাদের ব্যক্তিগত ফায়দার নিমিত্ত মাযহাবের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। দ্বীনের খিদমতের চেয়ো দ্বীনকে ব্যবহার করে অর্থ উপার্জনে অনেকেই আগ্রহী। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা আমাদের জীবনকে যদি আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করি, আমাদের রিজিক ও ইজ্জতের জিম্মাদার স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। এগুলো আমরা ওয়াজ নসিহত করি, কিন্তু কেউ আমল করিনা।

▪ আমাদের প্রত্যেককে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। যাতে অন্যরা আমাদের উপর ভরসা করতে পারে।

▪ জামেয়া ও আহলে সুন্নাতকে ভালবাসে, ভক্তি করে এমন অনেক গুণীজন দেশে আছেন। তাঁদেরকেও সম্পৃক্ত করে তাঁদের কাছ থেকে সুচিন্তিত পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে।

▪ জামেয়াতে বহুতল ভবন ও সুরম্য দালান স্থাপনের চেয়েও জরুরী গুণগত মান সম্পন্ন, তেজস্বী, আত্মমর্যাদাবান, দ্বীনের প্রতি ত্যাগী ও নিবেদিত একটি প্রজন্ম নির্মাণ করা। যারা আগামী দিনে সুন্নীয়তকে বেগবান করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর নিজস্ব টিভি চ্যানেল সুন্নী জনতার দীর্ঘদিনের দাবী। আপাতত নিজস্ব টিভি চ্যানেল না হলেও আহলে সুন্নাতের প্রতি সংবেদনহীণ ও আন্তরিক কোন টিভি চ্যানেলের সাথে গভীর সংশ্লেষণের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক ও প্রস্তুতিমূলক কাজ চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে। টিভি চ্যানেল পরিচালনা অনেক জটিল ও ব্যয়বহুল বিবেচনায় শুধুমাত্র আদর্শিক মূল্যবোধ দিয়ে বেশি দিন টিকে থাকা যাবেনা। এজন্য পেশাদার, চ্যানেল পরিচালনায় সক্ষম একটি গোষ্ঠী তৈরীতেও আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। জামেয়া ধর্মীয় জিম্মাদারী আদায় করছে অত্যন্ত ভালভাবে। কিন্তু শুধু ধর্মীয় আলেম

শ্রেণী দিয়ে পুরো জাতির জাগতিক ও বৈষয়িক চাহিদা পূরণ ও নেতৃত্ব প্রদান সক্ষম হবেনা। তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক এবং বৈশ্বিক বাজার অর্থনীতির সহায়ক বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন পাঠদানে সক্ষম বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা জরুরী। দেশে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান থাকার পরও সুন্নী প্ল্যাটফরমের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে কারণ আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বি বাতিল অপশক্তি এক্ষেত্রে অনেকদূর অগ্রসর ও সফল হয়েছে। এমতাবস্থায়, প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিরোধ প্রতিষ্ঠান দিয়েই করতে হবে। আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় সক্ষম এমন দক্ষ, নিবেদিত ও নিঃস্বার্থ জনবলও আমাদের তৈরী করতে হবে। কারণ বেতন দিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী রাখলে কর্ম পাওয়া যাবে; মিশন বাস্তবায়ন দূরহ হয়ে উঠবে। এদেশ সুন্নী জনতার। এদেশের এবং এদেশের জনগণের বৃহত্তর কল্যাণে কাজ করা প্রকারান্তরে সুন্নীয়তের খেদমত। এজন্য রাজনৈতিক সাফল্য দরকার নেই। সামাজিকভাবে বা এলাকাভিত্তিক জনকল্যাণে কাজ করা যায়। এদেশে ইসলামের প্রসারে সুফিগণ এভাবে আর্তমানবতার কল্যাণে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে আজকে এসব পীর আউলিয়ার মাজার ও দরগাহ হতে হাজতীগণ রুহানী ফয়েজ হয়তো পাচ্ছেন, কিন্তু তাঁদের অবর্তমানে তাঁদের মাজার ও দরগাহ সমূহ অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায়িক কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। বুযুর্গগণের উত্তরসূরীগণের উচিত ছিল পূর্বসূরীর পদাঙ্ক অনুসরন করে মাযহাব মিল্লাতের খেদমতের নিমিত্ত মানবকল্যাণে একেকটি দরগাহ-দরবার উৎসর্গ করা। বাংলাদেশে অনেকগুলো হাসপাতাল, দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। তাহলে সুফিগণের মরমীবাদ, মানবতাবাদের আদর্শে দেশবাসী সত্যিকারের ইসলামের সংস্পর্শ পেত। ইসলামের নামে এত দল-উপদল, ফেরকা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতো।

বাংলাদেশে যতগুলো মাজার ও দরবার আছে, এসব দরবারের আওলাদগণ যদি ভক্ত ও মুরিদগণের হাদিয়াগ্রহণ ও তাদের পদধুলি দেয়া বন্ধ করে প্রত্যেকেই ইসলাম ও সুন্নীয়তের আদর্শে অটল থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত

হত এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের মত সক্ষমতা অর্জন করত তবে, এদেশ সুফিবাদ ও সুন্নীয়তের অত্যন্ত উর্বর ক্ষেত্ররূপে রূপ পরিগ্রহ লাভ করত। আমাদের ওলামায়ে কিরাম যারা মাঠে ময়দানে কাজ করেন এবং সুন্নীয়ত নিয়ে যারা গভীরভাবে চিন্তা করেন, তারা নতুনভাবে বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে পারেন। কারণ সুন্নীয়তের প্রচার প্রসারে সনাতনী পদ্ধতিসমূহ দিয়ে বর্তমান সময়ে টিকে থাকা অসম্ভব। নতুন নতুন উদ্ভাবনী কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষকে হিদায়াতের দিকে নিয়ে আসতে হবে আহলে হকের বিকাশ ও বিস্তৃতিকে ত্বরান্বিত করতে হবে। তবেই খোদার বাণী "জাআল হক" তথা "সত্য সমাগত" সত্যরূপেই প্রকাশিত হবে।

✍ প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সভাপতি
যুল ইয়ামিন ছাত্রকল্যাণ পরিষদ।

জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়ার কোন বিকল্প নেই

মাওলানা মুহাম্মদ শাহ জালাল

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীম নাযিলের সূচনা করেছেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ আয়াতে কারীমার মাধ্যমে। এর অর্থ, ওহে রাসুল ﷺ আপনি পড়ুন, আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ তাআলার সর্বপ্রথম নির্দেশই হলো পড়ার জন্য। সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় মানব জীবনে পড়ালেখার গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, إنما بعثت معلما অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। (সুনানু ইবনু মাযাহ)

আমরা জানি, নবুয়ত প্রকাশ ও কোরআন নাজিলের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘ কয়েক বছর হেরা গুহায় ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। তিনি মানুষের শান্তি ও মুক্তির প্রত্যাশায় স্রষ্টার কাছে বিনীত প্রার্থনায় আত্মনিবেশ করে ছিলেন। এমতাবস্থায় হঠাৎ একদিন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এর আগমন ঘটে। তিনি নবিজির কাছে এসে বললেন, আপনি পড়ুন। নবিজি বললেন, আমি পাঠক নই। জিবরাঈল আমীন (আ.) নবিজিকে জড়িয়ে ধরলেন। নবিজী বলেন, এতে আমি কিছুটা ব্যথা অনুভব করলাম। তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন।

তিনি আবারও বললেন আপনি পড়ুন। নবিজি আবারও বললেন, আমি পাঠক নই জিবরাঈল (আ.) নবিজিকে আবারো জড়িয়ে ধরলেন, নবিজী বলেন, আমি পাঠক নই এতে আমি কিছুটা ব্যথা অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন। তিনি আবারো বললেন নবিজি বললেন, জিবরাঈল (আ.) নবিজিকে আবারো জড়িয়ে ধরলেন, নবিজী বলেন, এতে আমি কিছুটা ব্যথা অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

এইবার আমিও তাঁর সাথে পড়লাম,

আপনি পড়ুন! আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্ত হতে। আপনি পড়ুন! মহিমান্বিত আল্লাহর নামে। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে শিখিয়েছেন, যা সে জানতো না।

(সূরা আলাক, আয়াত নং ১-৫)

উপরোক্ত আয়াতে কারীমা গুলোতে আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন, ১. আল্লাহর নামে পড়ার নির্দেশনা দিয়েছেন, কেননা তিনি মানুষের স্রষ্টা ২. মানুষের সৃষ্টি তত্ত্ব ৩. মহান আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব ঘোষণা ৪. মানুষকে কলমের মাধ্যমে শিক্ষাদান ৫. মানুষকে তাঁদের অজানা বিষয় সমুহ সম্পর্কে শিক্ষাদান।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ হলো জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি জগতের সূচনা থেকে কেয়ামত অবধি এমনকি কেয়ামত পরবর্তীত হিসাব নিকাশ থেকে শুরু করে জান্নাত-জাহান্নামের অবস্থা পর্যন্ত সবকিছুর জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জীন জাতীকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও কারণ বলে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থ: আমি জীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য ।

(সূরা আয্-যারিয়া, আয়াত নং: ৫৬)

অত্র আয়াতের (لِيَعْبُدُونِ) এর ব্যাখ্যায় বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ "তাফসীরে জালালাইন" এর মুসান্নিফ নবম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি রহ. বলেন, (ليعرفون) অর্থাৎ, আমি মানুষ ও জীন জাতীকে সৃষ্টি করেছি আমার মারিফত পরিচয় জানার জন্য।

এখান থেকে একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে মহান আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার পূর্বশর্ত হলো আল্লাহ তা'আলার মারিফত তথা পরিচয় জানা। আল্লাহ তা'আলাকে চেনা ও জানার জন্য অবশ্যই জ্ঞান অর্জন করা পূর্বশর্ত। আর জ্ঞান অর্জন সম্ভব হবে একমাত্র পড়ালেখার মাধ্যমেই। বান্দা যত বেশি আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জানতে চাইবে, তাঁকে

তত বেশি কোরআন-সুন্নাহ অধ্যয়ন করতে হবে। যিনি আল্লাহ সম্পর্কে যত বেশি জানবেন, তিনি আল্লাহর কুদরতি কদমে নিজেকে তত বেশি আত্মোৎসর্গিত হন।

তাছাড়া আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে হলে অবশ্যই নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন মেনেই আমাদেরকে ইবাদত বন্দেগী করতে হবে। হালাল-হারাম, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত মুস্তাহাব ইত্যাদির জ্ঞান জানা না থাকলে কখনোই আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা সম্ভব হবে না। এক কথায় ইবাদত বন্দেগী করার জন্য অবশ্যই শরয়ী ইলম অর্জন করতে হবে। ইলম অর্জনের জন্য পড়ালেখার বিকল্প কোন পদ্ধতি নেই। তাইতো কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রথম নির্দেশ "ইকরা" তথা আপনি পড়ুন।

ইসলামি ছাত্র সংগঠনের কর্মী হিসেবে আমাদেরকে অবশ্যই নিয়মিত কোরআন, হাদিস, ফিকাহ-ফতোয়া সহ দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি অধ্যয়ন করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি আমাদেরকে সাংগঠনিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক ও বিজ্ঞান বিষয়ক বই-পুস্তক নিয়মিত চর্চা হবে। পড়ালেখার মাধ্যমে ব্যক্তি জ্ঞানের জগতে বিস্তৃতি লাভ করে। ব্যক্তির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রে ব্যক্তির প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। সর্বোপরি ব্যক্তি স্রষ্টার পরিচয় লাভে সক্ষম হয়।

একজন শিক্ষিত তথা জ্ঞানী মানুষ ও একজন অশিক্ষিত তথা মূর্খ ব্যক্তি কখনোই এক হতে পারেনা। পবিত্র কোরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

অর্থ-ওহে মাহবুব আপনি বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি এক সমান হতে পারে? (সূরা যুমার , আয়াত নং: ০৯)

অতএব আমরা যিহালত তথা মূর্খতাকে পরিহার করে আমরণ নিজেদেরকে কোরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী পড়ালেখায় নিযুক্ত রাখবো। আরবিতে একটি প্রবাদ আছে,

اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد

অর্থাৎ, তোমরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করো।

মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে দ্বীনের একনিষ্ঠ খাদেম কবুল করুন!

✍সাবেক সফল সভাপতি, যুল ইয়ামিন ছাত্রকল্যাণ পরিষদ।

فضيله الرسول على جميع الخلق

محمد عبد القادر جواد

الحمد لله الذي شرف رسوله بصفه الرحمة للعالمين، كما جاء في القران الكريم "وما ارسلناك الا رحمه للعالمين" (سورة النبياء)، والصلاة والسلام على الرسول المختار الذي جعل الله رؤوفا رحيما لعباده و لجميع الخلق شاهد اليه القران- "لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم" (سوره التوبه)، وجعله مالكا ووليا لعباده العاصون، كما ارشد الرحمن- "قل يا عبادي الذي اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله" (سوره الزمر)، وجعله مالكا للجميع خزائن نعمه، كما جاء في الخبر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - اتيت بمفاتيح خزائن الارض فوصعت في يدي (متفق عليه)، وفضل الله تعالى نبينا على الانبياء والقران شاهد له – ب" تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات" (سوره البقره)، وعززه الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا، "انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا" (سوره الاحزاب)، وجاء في صحيح البخاري بصفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم- "عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص قلت اخبرني عن صفه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في التوراة قال اجل والله انه لموصوف في التورة، ببعض صفته في القران 'يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق ولا يدفع بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقم به الملة العوجاء بان يقولوا لا اله الا الله ويفتح بها اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا (رواه البخاري)، وروى ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وارسلت الى الخلق كافه وختم بي النبيون (رواه مسلم)، وله تاج الافضليه علي الخلاءق لكل نحو من انحاء ملك الله ورفع الله ذكره بالتنزيل- 'ورفعنا لك ذكرك' (سورة النشراح)،

বাংলায় মুসলিম সভ্যতা ও ঐতিহ্য

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল করিম

৯৩ হিজরি, ৭১২ খৃস্টাব্দ। মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধুবিজয় ছিল বাংলায় মুসলিম সভ্যতার উন্মেষকাল। আরব বণিক, পীরদরবেশ ও মুসলিম বিজেতাদের আগমনপর্ব এ দেশে ইসলামি ভাবধারার গোড়াপত্তন করে।

হিজরি ৫৯৯ সাল। বাংলায় মুসলিম আধিপত্যের মাহেন্দ্রক্ষণ। ইংরেজি হিসেবে ১২০২ মতান্তরে ১২০৪ খৃস্টাব্দ। মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত প্রতিনিধি কুতুব উদ্দীন আইবেকের সুযোগ্য, তেজস্বী এবং তরুণ সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির রণনৈপুণ্যে বিনাযুদ্ধে বাংলা মুসলমানদের হাতে বিজয়। বিজয়ের পর বখতিয়ার খলজি প্রতিষ্ঠা করেন মসজিদ, মাদরাসা ও দরবেশগণের জন্য সরাইখানা।[৪] তবে এর আগথেকেও এ দেশে ইসলামের পয়গাম ঘুরে বেড়িয়েছিল মর্মে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। শাহ সুলতান মাহমুদ বলখি মাহিসাওয়ার (রহ.)-এর আগমন খলজির বাংলা বিজয়ের পূর্বে। তুর্কিস্তানের বলখ রাজ্যের সুলতান ছিলন তিনি। ৩৬ বছর কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর ইসলাম প্রচারকল্পে সমুদ্রপথে বাংলায় আসেন এ মহান বুজুর্গ। বাংলার বিভিন্ন জায়গায় ইসলাম প্রচার করে বগুড়ার মহাস্থানগড় এলাকায় এসে তৈরি করেন খানকাহ।[৫] ইসলাম প্রচারের গুরুদায়িত্ব পালনকারী শাহ সুলতান বলখির (রহ.) সমকালীন আরেকজন দরবেশের তথ্য পাওয়া যায়। বর্তমান নেত্রকোণার মদনপুরের শাহ সুলতান রুমি (রহ.)। রুমের রাজত্ব ছেড়ে বাংলায় আসেন ইসলামের পয়গাম নিয়ে।[৬] ১১৭৯ খৃস্টাব্দে বিক্রমপুরে আগমনকারী বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ কিংবদন্তী হযরত বাবা আদম শহিদ (রহ.)।

এভাবে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট, স্মৃতিফলক, শিলালিপি এবং মুসলিম স্থাপনা বাংলাদেশে হিজরির প্রথম শতক থেকে ইসলামের আগমনের সাক্ষ্য বহন করে আসছে। আরবভূমি, ওমান, ইয়ামেন, রুম, বুখারা সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাধকপুরুষরা ইসলামের নির্মল বার্তা নিয়ে এ দেশে পাড়ি জমান। কেউ জলপথে, কেউ স্থলপথে। কেউ একা, কেউ সদলবলে। জলপথ পাড়ি দিয়ে বাংলার প্রবেশদ্বার ছিল চট্টগ্রাম। আর স্থলপথে সিলেট, পশ্চিমবঙ্গ, গৌড় ও পাণ্ডুয়া। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আত্মনিয়োগের ফলে তাঁদের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দলেদলে মানুষ দীক্ষিত হয় ইসলামের সুশীতল ছায়ায়। বাংলার প্রত্যন্তাঞ্চলে গড়ে উঠে মুসলিম জনবসতি। কালেকালে জন্ম নেয় ইসলামি সভ্যতা। মুসলিম সভ্যতার স্মারক হিসেবে এখনো মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাংলার অপরিমেয় স্থাপনা-ঐতিহ্য।

---

৪. গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতিকথা, এম. আবিদ আলী খান মালদহি, পৃ. ২৩।
৫. বাংলাদেশের সূফী সাধক, ডক্টর গোলাম সাকলায়েন, পৃ. ৪৯-৫০।
৬. ভারবষের ইতিহাস, আলবেরুনি, খ. ১, পৃ. ৯৩-৯৩।

মুসলিম স্থাপত্যশিল্প :
বাংলায় মুসলিম সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শনাবলির অনন্য ফলক হিসেবে স্থাপত্যশৈলী আজো কালক্ষেপণ করে যাচ্ছে। বাংলার মুসলিম স্থাপত্য প্রধানত দুটি ধারায় বিভক্ত। যথা-
ক. সুলতানি স্থাপত্য
খ. মুঘল স্থাপত্য

ক. সুলতানি স্থাপত্য : ১২০৪-১৫৭৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত নির্মিত স্থাপনা সুলতানি আমলের আওতাভুক্ত। সুলতানি বাংলার স্থাপত্যকলার নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য হলো-

আদিনা জামে মসজিদ (১৩৭৫ খৃ.), পাণ্ডুয়া।
গুণমত মসজিদ, গৌড়।
দরসবাড়ি মসজিদ, গৌড়।
গোয়ালদিঘী মসজিদ, সোনারগাঁও, ঢাকা।
মোল্লাসিমলা মসজিদ, শ্রীরামপুর, হুগলি।
চেহেলগাজী মসজিদ (১৪৬০ খৃ.), দিনাজপুর।
রোকন খান জামে মসজিদ (১৫১২ খৃ.), দিনাজপুর। প্রভৃতি।[৭]

খ. মুঘল স্থাপত্য : ১৫৭৬-১৭৫৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত নির্মিত স্থাপনাদি মুঘল স্থাপত্যের অন্তর্ভূক্ত। মুঘলদের স্থাপত্যকলা অভিনবত্বপূর্ণ। সুলতানি আমলের কারুকার্যখচিত স্থাপত্যকে নূতন আঙিকে ঢেলে সাজিয়ে স্থাপত্যকর্মে নতুন জোয়ার সৃষ্টি করেছেন মুঘলরা। শৈল্পিক হাতের পারশে বেড়ে উঠেছে সবকটি মুঘলস্থাপত্য। পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণের জায়গায় মুঘলরা পলেস্তার ব্যবহার করতো। এ সময়ের মসজিদ নির্মাণ স্থাপত্যে ছাদ কিনারা সমতল আকার ধারণ করে। তবে প্রত্যন্তাঞ্চলে কিছুকিছু ধনুকবক্র ছাদের নমুনা পাওয়া যায়। বগুড়ার শেরপুরের মুরাদ খান কাকশাল কর্তৃক নির্মিত খেরুয়া মসজিদ মুঘল আমলের ধনুকবক্র ছাদের নজির স্থাপন করে। বাংলার স্থাপত্যে দ্বিগম্বুজ প্রচলনের কোনো প্রমাণ পাওয়া না গেলেও মুঘলরা দ্বিগম্বুজের অনুকরণে মিনার নির্মাণে শৈল্পিকতা এনেছেন।[৮]

প্রাচীন শিলালিপি :
বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখানকার ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠীর অসংখ্য নিদর্শন হিসেবে শিলালিপি পাওয়া যায়। এসব শিলালিপিতে মুসলিম শাসক ও সুফি-দরবেশগণের

---

৭. মুসলিম স্থাপত্য, ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, পৃ. ১৭৫।
৮. মুসলিম স্থাপত্য, ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, পৃ. ১৬৯।

নাম, জীবনবৃত্তান্ত, সময়কালসহ ঐশীগ্রন্থ আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসে নববির ﷺ মুক্তোঝরা বাণী খোঁদিত আকারে পাওয়া যায়। এসব শিলালিপির সাহায্যে উন্মোচিত হয়েছে বাংলায় হাজার বছরের মুসলিম ঐতিহ্য। উত্তর-পূর্ব বাংলায় ইসলামি জাগরণের মহানায়ক হযরত শাহজালাল (রহ) কর্তৃক সিলেট বিজয়ের তারিখ বহনকারী স্মৃতিফলকটি এখনো জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।[৯] এভাবে সুলতানি ও মুঘল শাসনামলের আরো অসংখ্য শিলালিপি বাংলায় মুসলিম ঐতিহ্যের স্মারক হয়ে আছে, যার অধিকাংশই হয়ত মাটিচাপা, নতুবা লয়প্রাপ্ত।

ইসলামি শিক্ষাচর্চা :

বখতিয়ার খলজির হাতধরে বাংলা বিজয় পরবর্তী অসংখ্য ইসলামি শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। সোনারগাঁও-এর অন্যতম ইসলাম প্রচারক প্রখ্যাত সাধক শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার (রহ.) হাতধরে এ দেশে সর্বপ্রথম ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্রের অগ্রযাত্রা। এখানে নিয়মিত চলতো কুরআন, হাদিস, তাফসির, এবং ফিকহসহ ইসলামি জ্ঞানচর্চা। কালক্রমে মুসলিম বাংলায় বিভিন্ন শাসক কর্তৃক অসংখ্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুবেদার শায়েস্তা খাঁ (১৬৬৪-১৬৮০ খৃ.) ঢাকায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়।[১০]

১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা আলিয়া মাদরাসাকে (পরে ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসা) কেন্দ্র করে এ দেশে গড়ে উঠেছে হাজার হাজার সমজাতীয় মাদরাসা। এসব মাদরাসায় বর্তমানে ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্নমুখী চর্চা অব্যাহত। ১৯০৭-০৮ সালে এদেশে ইবতেদায়ি হতে কামিল পর্যন্ত মাদরাসা ছিল ২,৪৪৪টি। ১৯৪৭ সালে ৩টি সরকারি মাদরাসাসহ (দাখিল হতে কামিল পর্যন্ত) আলিয়া মাদরাসার সংখ্যা ছিল ৩৭৮টি। ১৯৭১ সালে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল মাদরাসার সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৫০৭৫টি। ২০০৭ সালে মাদরাসার সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ৯,৪৯৩টিতে। তন্মধ্যে দাখিল ৬,৭০০টি, আলিম ১,৪০০টি, ফাযিল ১,০৮৬টি এবং কামিল ১৯৮টি। ১৯৮৫ সাল হতে দাখিলকে এস. এস. সি এবং আলিমকে ১৯৮৭ সাল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক-এর সমমান সরকারীভাবে স্বীকৃত।[১১]

ধর্মীয় আচার ও পার্বণিক উৎসব :

বাংলা বিজয়ের ইতিহাসের পাশাপাশি এখানকার জনবসতিতে ইসলাম ধর্মবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ার কারণও সুস্পষ্ট। ফলে মুসলিম সমাজে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের পাশাপাশি বিভিন্ন বিধিবিধানকে কেন্দ্র করে পার্বণিক অনুষ্ঠানসমূহও যথাযথ পালিত হয়ে আসছে। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত সহ অন্যান্য পালনীয় শর'য়ি বৈধ কার্যক্রমও যথারীতি হয়ে আসছে। ঈদুল ফিতর, ঈদুল আদ্বহা, লাইলাতুল ক্বদর, লাইলাতুল

---

৯. প্রাচ্যসূর্য হযরত শাহজালাল (রহ.), আলী মাহমুদ খান, পৃ. ৮৯।

১০. আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস, মো. আবদুস সাত্তার, পৃ. ৩০।

১১. http://bn.banglapedia.org/index.

বরাত, শবে মি'রাজ, আশুরা, মিলাদুন্নবী ﷺ মাহফিল প্রভৃতি উৎসব ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে উদযাপিত হয়ে আসছে। এসব উৎসব পালিত হয় চন্দ্রমাসের তারিখ হিসাবে।[১২] পীরবুজুর্গদের আস্তানা যিয়ারত ও ফাতেহাখানির আয়োজন এ বাংলায় বহুকাল ধরে। পালিত হচ্ছে হিজরি নববর্ষও।

সাহিত্য চর্চা : ইসলামি উপাদান

বাংলায় সাহিত্যচর্চা প্রাচীনকাল থেকে। সুলতানি যুগের শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান শাসকদের উৎসাহ-অনুপ্রেরণা বাংলা সাহিত্যের বিকাশে বিশেষ স্মরণীয়। সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের আমলে (১৩৮৯-১৪০৯) শাহ মুহাম্মদ সগীর (১৩৩৯-১৪০৯) 'ইউসুফ জোলেখা' রচনা করেন। এটা একটি ধর্মীয় এবং রোমান্টিক কাব্য। বাংলাসাহিত্যের বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাভাষায় মুসলিমরাই প্রথম লৌকিক কাব্য এবং প্রণয়মূলক কাব্যের স্রষ্টা। তাদের রচনাবলিতে ইসলামি ভাবধারা ও ঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি মানবতাবাদী এবং রোমান্টিকতাও পরিলক্ষিত।[১৩] মধ্যযুগীয় মুসলিম সাহিত্যিক হিসেবে শীতালং শাহ (১২০৭-১২৯৬), শাহ বারিদ খাঁ (১৫১৭-১৫৫০), সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮), কবি শেখ চান্দ (১৫৬০-১৬৬০), নসরুল্লাহ (১৫৬০-১৬৪৫) এবং আধুনিক যুগের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১), কবি দাদ আলী (১৮৫২-১৯৩৬), সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজি (১৮৮০-১৯৩১), কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) সহ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কাব্য, গল্প, উপন্যাস, কবিতাসহ সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় ইসলামি চিন্তাচেতনার সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে মুসলিম কবিসাহিত্যিকরা বাংলা সাহিত্যকে সুশোভিত করেছে। এনেছে নতুনত্ব। সাজিয়েছে অভিনবত্বে।

সাবেক সহ-সভাপতি, যুল-ইয়ামিন ছাত্রকল্যাণ পরিষদ।

---

১২. শরীয়ত নামা, নসরুল্লাহ খোন্দকার, পৃ. ১১৯।

১৩. সাহিত্য পরিচয়, মাহমুদুল হাসান নিজামি, পৃ. ৫৩।

বাংলায় ইসলাম প্রচারে পীর-আউলিয়াদের ভূমিকাঃ একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

মুহাম্মদ সৈয়দুল হক

বাংলায় ইসলাম প্রচারের প্রসঙ্গ এলে একটা পক্ষ কোনোকিছু না ভেবে সোজাসাপটা বলে বসে—মুসলিম শাসকরাই এতে প্রধান ভূমিকা রেখেছে। একই পক্ষের দাবিতে দ্বিতীয় স্থানে আছেন আরব বণিকরা। কিন্তু বাংলায় ইসলাম প্রচারে সবচেয়ে জোরালো ভূমিকা রাখা পীর-আউলিয়াদের নাম নিতে তাদের রহস্যময় অনীহা লক্ষ্যনীয়। আলোচনার কোনো এক কোণে তাঁদের প্রসঙ্গ আনলেও তা নিতান্ত গৌণ বিষয় হিসেবেই উপস্থাপন করতে দেখা যায়। অথচ মুসলিম শাসকরা শাসন প্রতিষ্ঠা করলেও ইসলাম প্রচারে তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই বললেই চলে। অপরদিকে আরব বণিকরা প্রাচীনকাল থেকে এদেশে বাণিজ্যের প্রসার ঘটালেও ইসলাম ধর্মপ্রচারে তাদের ভূমিকা নিতান্তই সামান্য।

বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা বাংলায় সফরকালে পনেরো দিনব্যাপী মেঘনা নদী হয়ে ভ্রমণ করেন। ভ্রমণেশেষে এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "মুসলিম শাসনাধীন কাফেরদের অঞ্চল।" ইবনে বতুতা, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ২৬৭। উল্লেখ্য, ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বঙ্গবিজয় করেন ১২০৩ সালে, আর ইবনে বতুতা বাংলায় আসেন ১৩৪৬ সালে। মাঝে প্রায় দেড়'শ বছর। এ থেকে প্রথমত মুসলিম শাসকদের ইসলাম প্রচারের ভূমিকা কতটুকু তা স্পষ্ট হয়ে যায়, দ্বিতীয়ত নাস্তিক ও হিন্দুদের আপত্তি—তরবারির জোরে এ-দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা মুসলিম শাসকরা গণহারে হিন্দু-বৌদ্ধদের ধর্মান্তরিত করেছে—এ ধরনের আপত্তিও মাটিচাপা পড়ে যায়। কারণ, গণহারে ধর্মান্তরিত করা হলে বাংলায় মুসলমান সংখ্যাধিক্য হতে দেড়'শ বছর লাগার কথা না। মজার বিষয় বাংলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে উনিশ শতকে! (H. Brverley, census of bengal, 1872।) ততদিনে বাংলায় মুসলিম শাসন পেরিয়ে বৃটিশ শাসন কায়েম হয়ে গেছে। তারমানে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রায় সাত'শ বছর লেগেছে

সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে। মুসলিম শাসকরাই যদি এ দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে ধর্মান্তর প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতেন, তবে দীর্ঘ সাত'শ বছরে অন্য ধর্মাবলম্বী খোঁজে পাওয়াই দুষ্কর হয়ে পড়তো। হ্যাঁ, বিচ্ছিন্ন দুয়েকটি ঘটনা ইতিহাসে এমন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সামগ্রিক ইতিহাস এ কথা কখনোই প্রমাণ করে না। পুরো ভারতবর্ষের ইতিহাসে একবার চোখ বুলালেও বিষয়টা জলবৎ তরলং হয়ে যায়। দীর্ঘ সাড়ে ছয়'শ বছর রাজ করেও দিল্লিতে মুসলিমরা ছিল সংখ্যালঘু।

কথায় কথায় আসে আরব বণিকদের কথা। ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রাচীনকাল থেকে তাদের আগমন। কিন্তু ইসলাম প্রচারে তাদের অবদান সে অর্থে খুব বেশি নয়। একটি বিষয় এ কথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। বণিকরা প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা চেনেন, জানেন। বাণিজ্য করেছেন বছরের পর বছর। কারো কারো বসতবাড়িই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বঙ্গে। অথচ, তারা কখনো স্থানীয়দের এইটুকু প্রভাবিত করতে সমর্থ হননি যে, দীর্ঘ এ ব্যাবসায়ী যাত্রায় বহুসংখ্যক ভিনধর্মীকে মুসলিম করে তুলবেন। যদি তা-ই হতো, তবে এ দেশের অধিকাংশ মুসলিম হতো শাফেয়ি মাজহাবের অনুসারী। কেননা সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, বণিকদের অধিকাংশ শাফেয়ি মাজহাবের অনুসারী! (বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্য একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, তৃতীয় সংস্করণ ২০২২, আকবর আলি খান, প্রথমা প্রকাশন।)

অপরপক্ষে পীর-আউলিয়াদের ভূমিকা এ দেশের মাটি-জলে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। দেশজুড়ে বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য মাজার, খানকাহ কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আজকাল এক শ্রেণির মানুষ অলিভক্ত মুসলিমদের কথায় কথায় মাজারপূজারী বলে তাচ্ছিল্য করে স্বর্গসুখ লাভ করতে দেখা যায়। অথচ ইসলামের প্রচার-প্রসার কিংবা ভিনধর্মীদের মুসলিম বানানোর ক্ষেত্রে শুধু পীর-আউলিয়ারাই নন, তাঁদের মাজারেরও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ডিসকাভারি অফ বাংলাদেশ গ্রন্থের উদ্ধৃতি— "দীর্ঘ সময় ধরে পীরদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিরা ধর্মান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। এই মিথস্ক্রিয়া শুধু জীবিত পীরদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, এই মিথস্ক্রিয়া মৃত পীরদের মাজারের সঙ্গেও চলে।

ব্যক্তিপর্যায়ে ধর্মান্তরে কয়েক শ বছর লাগতে পারে। গোত্র ধর্মান্তর অল্প সময়ে হতে পারে। গোত্র ধর্মান্তরের জন্য প্রয়োজন উপজাতি বা গ্রাম সমাজের মতো জনগোষ্ঠী। এ ধরনের জনগোষ্ঠী বাংলায় আদৌ ছিল না।" (ডিসকভারি অফ বাংলাদেশ, আকবর আলি খান।)

উল্লিখিত তথ্য থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, পীর-আউলিয়ারা নন কেবল, ইসলাম প্রচারে তাঁদের মাজারেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বলা বাহুল্য মাজারে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল জাতের মানুষের যাতায়াত উন্মুক্ত। ভিনধর্মী হওয়া সত্ত্বেও মাজার ওয়ালার কাছ থেকে ফয়েজ কিংবা উপকৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত অহরহ। আর এভাবেই বাংলার মানুষ ইসলামের প্রতি উদ্দীপ্ত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

উদাহরণ দেওয়া যায় সিলেট-বিজেতা হজরত শাহ জালাল (রা.) কে। তিনি যখন সেনাপতি নাসির উদ্দিন সিপাহসালারের সঙ্গে সিলেট-যাত্রা করেন, তখন সিলেটের রাজা ছিল গৌড় গোবিন্দ। শেখ বোরহান উদ্দিন রহ. পুত্রের আকিকায় গরু জবেহ করেছিলেন বলে পুত্রকেই শহিদ করে দেয় অত্যাচারী হিন্দুরাজা। অতঃপর শাহ জালালের সিলেট জয়ের পর তিনি আর তাঁর মুরিদ-খলিফাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ধীরে ধীরে পুরো সিলেটবাসী ইসলামের ছায়াতলে আসতে থাকে। বলা বাহুল্য এটিও দিনেদিনে হয়ে যায়নি, শাহজালালের উত্তরসূরীরাও কালের পর কাল ধর্মপ্রচারে নিরলস ব্রতী হয়েছেন। (জালালাবাদের কথা, দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী।)

সিলেট ছেড়ে রাজশাহী অঞ্চলে দৃষ্টি দিলে প্রথমে নজর পড়বে শাহ মখদুম রহ. এর মাজারের দিকে। ইতিহাস বলছে, দু-দুজন প্রতাপশালী হিন্দুরাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে রাজশাহী জয় করেছিলেন তিনি। এবং তাঁর পক্ষ হয়ে যারা যুদ্ধ করেছিলেন, তারা কেউ-ই বহিরাগত নয়, সবাই তাঁর আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম কবুল করা মুসলিম। শুধু মুসলিম নয়, ইসলাম কবুল না করলেও অনেক ভিনধর্মী তাঁর পক্ষ নিয়েছিলেন শুধু আদর্শগত কারণে। পরবর্তীতে তাঁকে আর তাঁর মাজারকে ঘিরে রাজশাহী অঞ্চলে ইসলামের বিপ্লব সাধিত হয়। (শাহ মখদুম রূপোশ - যুগ মানস (২য় সংস্করণ)। শাহ মখদুম রূপোশ দরগা এস্টেট, রাজশাহী।

মোঃ আবুল কাসেম।) এভাবে খুলনা অঞ্চলে খান জাহান আলী রহ. এর কথা কে না জানে। তাঁর সমাজ-সংস্কারের কথা ইতিহাসে অমলিন। ইতিহাসবিদ ইটন তাঁকে 'entrepreneur-peer' তথা 'উদ্যোক্তা পীর' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর সম্পর্কে ইটন আরো লিখেছেন, "khan jahan was clearly an effective leader, since superior organisation skills and abundant manpower were necessary for transforming the region's formerly thick jungle into rice field: the land had to be embanked along streams in order to keep the salt water out, the forest had to be cleared, thanks had to be dug for water supply and storage, and huts had to be built for the workers." (Richard m Eaton 1994, p 210)
ইটনের উদ্ধৃতিতে দেখা যায় খানজাহান আলী রা. শুধু ইসলাম প্রচারে ক্ষান্ত হননি, তিনি সমাজ বিনির্মানে উদ্যোগী হয়েছিলেন। মানুষের প্রয়োজনে বনজঙ্গল কেটে বসতি, রাস্তাঘাট, পানির প্রয়োজনে দিঘি খনন ইত্যাদি কাজে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। বস্তুত পীর, আউলিয়া কিংবা সুফিরা আদর্শগতভাবেই সমাজ বিনির্মাতা। তাঁরা মানুষকে শুধু আধ্যাত্মিক প্রেরণাই দেননি, বেঁচে থাকার জন্য সুস্থ সামাজিক পরিবেশও সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

প্রাচীনকাল থেকে রাজা-বাদশাহ, নবাব-জমিদারদের বাসস্থান ঢাকা অঞ্চলেও পীর-আউলিয়ারা ইসলাম প্রচারে এগিয়ে। বাবা আদম শহিদ রহ., শাহ সুলতান বলখি রহ., শাহ আলী বোগদাদি রহ., সায়্যিদ শাহ নেয়ামত উল্লাহ বুৎ-সাকেন রহ., শেখ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা রহ. (নারায়ণগঞ্জ) সহ অসংখ্য পীর-আউলিয়ার ইসলাম প্রচার ঢাকাকে সমৃদ্ধ করেছে।

অলি-আল্লাহদের পুণ্যভূমি চট্টগ্রামের কথা না বললেই নয়। বদর পীরের চাটগাঁ এখন 'মদিনাতুল আউলিয়া' নামে খ্যাত। বছরের পর বছর পীর আউলিয়ারা সেখানে নিজেদের বসতি স্থাপন করেছেন। হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলে তাওহিদের ঝাণ্ডা উড়িয়েছেন। গরিব উল্লাহ শাহ, আমানত শাহ, মিসকিন শাহ, শাহ মোহসেন-সহ অগুনতি আউলিয়ায়ে কেরামের আবাসভূমি চট্টগ্রাম। তাঁদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় এই

অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। তবে এ অঞ্চলে পুরোপুরি ইসলাম প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড়ো বিপ্লব সংগঠিত হয় উনিশ শতকে মাইজভাণ্ডারী তরিকা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। গাউছুল আজম হজরত আহমদুল্লাহ ক. এবং গোলামুর রহমান ক. মাইজভাণ্ডারীর আধ্যাত্মিক প্রভাব চট্টগ্রাম ছাড়িয়ে অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। তাঁদের প্রেমময় তরিকার মাধ্যমে দলে দলে মানুষ ইসলামের ছায়াতলে ভীড় করে। তাঁদের আবির্ভাবের আগে চট্টগ্রামের মুসলিমদের হার যেখান ৬০-৬৫ শতাংশ, সেখানে এক'শ বছরের ব্যবধানে মুসলিমদের হার ৮০-৮৫ শতাংশে রূপ নেয়। (H. Brverley, census of bengal, 1872) উল্লেখ্য, এদেশে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করা পীর-আউলিয়ারাই কেবল ইসলাম প্রচারে ভূমিকা রাখেননি, বরং অস্থায়ীভাবে আসা পীর-আউলিয়ারাও যুগে যুগে ইসলাম প্রচারে ভূমিকা রেখেছেন। চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হজরত আহমদ শাহ সিরিকোটি রহ. এবং তাঁর বংশধরদের ভূমিকা সবার নখদর্পনে।

সুতরাং বাংলায় ইসলাম প্রচার পীর-আউলিয়া তথা সুফি-সাধকদের ভূমিকা সর্বাগ্রে। সুদীর্ঘ সময় ধরে তারা বাংলার মাটি-জলে একাকার হয়ে এ দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করি— "বাংলায় ইসলাম প্রচার করেছেন মূলত সুফি সাধকেরা। এঁরা সমুদ্রপথে বাংলায় আসেননি, এসেছেন স্থলপথে। ত্রয়োদশ শতকে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ অনেক বেড়ে যায়। তাই অনুমান করা হয় যে, ত্রয়োদশ শতক থেকে শুরু করে বাংলাদেশে বড় ধরনের ধর্মান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায় ইসলাম দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েনি, এ পক্রিয়া অত্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে চলে।" বাংলায় ইসলাম প্রচার সাফল্য, আলি আকবর খান।

✍ শিক্ষার্থী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা।

ميلاد نبي الله (صلى الله عليه وسلم) لامتثال امر الله

الحمد لله والصلوة و السلام على نبينا عبد القادر صلي الله عليه وسلم وعلى اله خاصة على عليّ رضى الله عنه وعلى اصحابه الذين حملوا سنة حبيبه و عبد الرحمن احمد الطيب والطاهر وعلى صابر الصابرين وعلى ابنه القاسم رضى الله عنه وعلى اساتذتنا المكرمين اما بعد،

فنحن عباد الله ونعتقد انه واحد لا شريك له والشرك معه ظلم عظيم ، حيث قال الله تعالى "لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم "ولهذا نحن نريد ان نتجنب عن الشرك. ولنجتنب عن الشرك نقوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ، اجتمع علماء متقدمون ومتأخرون على ان لا ميلاد لله تعالى لان الله قال "قل هو الله احد الله الصمد ... لم يلد ولم يولد .. الخ

الآن ان نقول لا ميلاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون شركا . لان عدم الميلاد خاصة من خصائص الله تعالى .وفي القران الكريم ايات عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعض الناس لا ينظرونها ولهم أعين وهذه خصلة الجهنمين كما قال الله تعالى "ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها" ونعتقد يوم الميلاد يوم العيد لكل مؤمن ، لان معنى العيد لغة السرور والفرح وكل مؤمن فرحوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لإمتثال أمر الله تعالى، كما في القرآن « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون» لكن غضب و رن ابليس وتابعه في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كما في البداية، -وفي زماننا هذا تابعه موجود بصورة الإنسان وبصورة العلماء.

علينا أن ننظم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كل عام اظهارا محبته عليه الصلاة والسلام-

محمد شهادت على حسين
من الكامل، من شعبة 'الفقه'

তাকওয়া হৃদয়ে প্রশান্তির মহৌষধ

ফাহাদ বিন আজাদ সিদ্দিকী

হৃদয়ে প্রশান্তি জাগার একমাত্র উপায় হলো তাকওয়া। তাকওয়া মানে ভয়। ভয়টা মহান রব্বুল 'আলামীনের জন্য। পরহেজগারী, সংযমশীলতা, সাবধানতা, বেঁচে চলা—এসব তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত। সকল সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হলো তাকওয়া। আল্লাহ্ তা'য়ালা বারংবার বলেছেন, শতবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—এ তাকওয়ার কথা।

মানুষ যে যে কারণে দুশ্চিন্তায় থাকে—এর সব কিছুর অবসান আছে এ তাকওয়ার মাঝে। দুশ্চিন্তা নেই মানেই তো প্রশান্তি। প্রশান্তি অনুভূত হয় একমাত্র হৃদয়ে। আর তাকওয়ার স্থানও হৃদয়। নবি করিম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—"তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে এবং (তৃতীয়বারে) তিনি তাঁর বক্ষের বা অন্তরের দিকে ইশারা করলেন।" (সহীহ মুসলিম-২৫৬৪)

নবিজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বুকের দিকে ইশারা করার কারণ হলো যে, অন্তর বা হৃদয়-ই হলো তাকওয়া'র স্থান ও তার মূল। তাকওয়ার আছে অনেক পুরস্কার। যেগুলো হৃদয়কে করবে শীতল, প্রশান্তিময়। নিম্নে কিছু বর্ণনা করছি

• সব কাজে সহজতা

সব কাজ সহজ, কঠিন বা অক্ষমতা বলতে কিছুই নেই— এরকম কে না চায়? আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন—"আল্লাহকে যে ভয় করে, আল্লাহ্ তার কাজ সহজ করে দিবেন।" (সূরা তালাক:৪)

মানুষ যখন তার প্রয়োজনীয় বৈধ কাজসমূহ সফলভাবে আদায় করে, তখন সে হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভব করে। আর এ প্রশান্তির ব্যবস্থা হয় একমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমে।

• মুসীবত থেকে রেহাই

বিপদ-আপদ মুক্ত জীবন। কোনো মুসীবত নেই। বিপদটা হতে পারে শারিরীক বা মানসিক। যাই হোক—বিপদ মানেই দুঃখ। সব মুসীবতের উপায় বের করে দিবেন স্বয়ং আল্লাহ সবহানাহু ওয়া তা'য়ালা: যদি বান্দা হয় তাকওয়াবান। আল্লাহ তা'য়ালা

ইরশাদ করেন—"যে আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহ্ তার উপায় বের করে দেন।" (সূরা তালাক-২)

• অফুরন্ত রিজিক

বেঁচে থাকতে রিজিকের প্রয়োজন। এর জন্য মানুষ খোঁজ করে জীবিকার নানা মাধ্যম। জীবনের এক অন্যতম যুদ্ধ হলো জীবিকা অর্জন। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকওয়াবানদের শানে ইরশাদ করেন—"তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রিজিক দান করবেন।" (সূরা তালাক-৩)

• ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য করার ক্ষমতা

মানুষ আফসোসে পতিত হয় যখন সে ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। ফলে সে ভুল সিদ্ধান্ত নেয়। অতঃপর নিজেকে বিপদগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত করে দুঃখ ও দুর্দশায় পতিত হয়। তাকওয়াবানরা কখনো এ দুর্দশায় পতিত হয় না। কেননা তারা আল্লাহ্ তা'য়ালা'র পক্ষ হতেই ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে। রাব্বুল 'আলামীন ইরশাদ করেন—"হে ইমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তবে আল্লাহ্ তোমাদের ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি দিবেন।"(সূরা আনফাল-২৯)

• পবিত্র জীবন

সবকিছুই আছে। কিন্তু জীবনটা পবিত্র নয়। তাহলে হৃদয়ে কখনো প্রশান্তির উদয় হবে না। পবিত্র ও উত্তম জীবনই হতে পারে সুখ ও শান্তির একমাত্র মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন—"পুরুষ ও নারী মুমিনদের মধ্যে যে সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করবো। এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো।" (সূরা নাহল-৯৭)

• ইজ্জত ও সম্মান

সম্মানিত হতে চায় না কে? সবাই চায়। আর এই সম্মানটা কখনো কিনে পাওয়া যায় না। বরং তা সৃষ্টি হয় হৃদয়ের এক অস্পৃশ্য অনুভূতি থেকে। আর যে লোক স্বয়ং

আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকটে সম্মানিত সে কি কখনো সৃষ্টির মাঝে অপমানিত হতে পারে? আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন—"তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্'র নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।" (সূরা হুজরাত-১৩)

• আল্লাহ্'র সাথে বন্ধুত্ব

আল্লাহ্'র বন্ধু হওয়া কতই না সৌভাগ্যের ব্যাপার! এটাই তো প্রকৃত সফলতা। যে ব্যক্তির আল্লাহ্'র বন্ধুত্ব অর্জন করেছে, সে কি কখনো তাঁর কাছে সাহায্য চেয়ে নিরাশ হবে? কখনো না। আর রাব্বুল 'আলামীনের সাহায্য যার কাছে রয়েছে, দুনিয়া ও আখেরাতে তার কীসের ভয়? আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন—"মুত্তাকীগণ-ই আল্লাহ্'র বন্ধু।" (সূরা আনফাল-৩৪)

• গুনাহের কাফফারা ও আখেরাতে ক্ষমা

গুনাহ তো হয়ে গেল। আর গুনাহের জন্য রয়েছে শাস্তি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালা তো মহান দয়ালু ও করুণাময়। তিনি গুনাহ মিটিয়ে দিবেন; যদি বান্দা অনুতপ্ত হয়ে মাফ চায়। তাওবা করে। এবং তাকওয়া অবলম্বন করে। আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন—"হে ইমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো তবে আল্লাহ্ তোমাদের ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি দিবেন, তোমাদের পাপ মোচন করে দিবেন এবং আল্লাহ্ অতিশয় মঙ্গলময়।" (সূরা আনফাল-২৯)

গুনাহ নিজেই একটি মুশকিল। এটা এতটাই মুশকিল যে, মানুষ এর খাতিরে কতই না বাহানার আশ্রয় নেয়! কখনো গোপন করে রাখতে হয় কখনো বা আড়াল করে। সর্বদা এ ভয়ে ভীত থাকে যে, কেউ জেনে ফেলছে কিনা। কখনো একটি অপরাধকে ঢাকার জন্য আরো শত অপরাধের দ্বারস্থ হতে হয়। শরীর-স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি হয় এবং হৃদয়কেও দুর্বল ও কমজোর করে ফেলে। নিজেকে এ গুনাহের জালে আটকা পড়া হতে বাঁচাতে তাকওয়াকে মনে প্রাণে একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কারণ তাকওয়া হৃদয়ে প্রশান্তির মহৌষধ।

✍ সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, যুল-ইয়ামিন ছাত্র কল্যাণ পরিষদ।

সুষমা সঞ্চিত ইসলাম

মাহফুজ জারিফ

সূচীভেদ্য অন্ধকার। পিঙ্গল, বিহ্বল, ব্যথিত নভোতল। বিভীষিকার দাগ বল্লমের ন্যায় তীক্ষ্ণ। নিষ্ঠুর আঘাত, সংকোচের বুকে কঠিন পাথর। তীব্র রূঢ় পরিহাস, অজ্ঞতার কঠিন ভৎর্সনা। যেন ভর বর্ষা, মধ্যরাত্রি আর ঘনমেঘের বিভৎর্স গর্জন। এসবের মাঝে অকস্মাৎ অস্ফুট গুঞ্জন ইসলাম নামক আলোকবাহিকার আগমন। তিমির নিশা দুয়ো হয়ে গেল। দুণ্ডুকতা উধাও। আলোকবর্তিকার আবির্ভাব। যার সামনে প্রভাকর দন্তহীন। ভুমিকার ইতি টেনে 'সুষমা সঞ্চিত ইসলাম' শীর্ষক আলোচনাকে পুঁজি করে মূল আলোচনায় অভিসন্ধি হব।

ইসলাম শব্দটি আরবি। আভিধানিক অর্থে 'অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা প্রভৃতি। শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহর অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা'[১] ইসলামই স্রষ্টার মনঃপূত ধর্ম। যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী -"নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর কাছে মনোনীত একমাত্র দ্বীন"[২]। ইসলাম মানবজীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সকল বিষয়ের সমাধান দেয়। ইসলামে রয়েছে সুষ্ঠু রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা। রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা। মানব জীবনে উৎকর্ষসাধন, ন্যায়নীতি ও সুবিচারভিত্তিক শান্তি শৃঙ্খলাপূর্ণ গতিশীল সুন্দরসমাজ গঠন ও সংরক্ষনে ইসলামের কোন বিকল্প হতেও পারে না।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। আকিদা-বিশ্বাস থেকে আরম্ভ করে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সহ দাওয়াত, জিহাদ, ইহসান ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি সহ জীবনের সমস্ত বিষয়ের সঠিক দিক নির্দেশনা রয়েছে। দলিলভিত্তিক, যুক্তিনির্ভর, বিজ্ঞান বিবেচনায় অপরাপর ধর্মাপেক্ষা ইসলামের মান-মর্যাদা আকাশচুম্বী। এ ধর্মের অন্তর্ভূক্ত সকল জ্বীন-ইনসান সত্যের তেজদীপ্তিতে

প্রস্ফুটিত। এ মহান ধর্ম লোকচক্ষুর সম্মুখীন করেছে হক্ব বাতিলের আকাশসম পার্থক্য। এ ধর্ম মূলত সন্দেহ সংশয়ের ঘোর অন্ধকার এবং ধারণা ও কল্পনারস অমানিশা থেকে মুক্তি দান করে।

মানবজীবন যুদ্ধময়। সহস্র বাঁধ পেরিয়ে যেতে হয় সম্মুখপানে। এ দীর্ঘযাত্রায় ভুগতে হয় বিভিন্ন সমস্যায়। আর এসব সমস্যার সুনিপুণ সমাধান দিয়েছে ইসলাম। মানবজীবনের বীজ বপনের সময় হলো শিশু অবস্থা ও কিশোরবস্থা। এ সময়টার সঠিক পরিচর্যায় ভবিষ্যত জীবনের পুঁজি। তাই এ সময়টাকে কিভাবে উৎকর্ষ সাধনের জন্য তৈরি করা যায় সে ব্যাপারে ইসলাম দিয়েছে সু-নির্দেশনা। ইসলামে এ সময়টার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কারণ,এই সময়টার সঠিক পরিচর্যার উপর শিশু কিশোর সঠিক মননের বিকাশ নির্ভর করে। স্বামী-স্ত্রীর আবেগ উচ্ছাসপূর্ণ প্রেম ভালোবাসার পূর্ণতাই একজন শিশু। যা তাদের দাম্পত্য জীবনের নিস্কলঙ্ক পুষ্প বিশেষ। শিশুদের জীবনের এই সময়টা ঐ শেকড়ের মত যার উপর ভর করে গড়ে ওঠে দালানসম কিরীটমুকুট। তাই এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিটি বিষয় যেমন: সন্তান প্রসবকালীন করণীয়, নবজাতকের আগমণে আনন্দ প্রকাশ, নবজাতকের জন্য করণীয়, কানে আযান ও ইকামত বলা, তাহনীক তথা নবজাতকের মিষ্টি মুখকরণ, শালদুধ পান, শিশুর নামকরণ, নামের প্রভাব। বিকৃত নামে ডাকা, আকীকা, আকীকার কুসংস্কার, শিশুর মাথা মুণ্ডানো, মুণ্ডিত মস্তিষ্কে সুগন্ধি মাখা, মাথা মুণ্ডানোর পর সদকা। শিশুর প্রথম কালাম, শিশুর খৎনা, খৎনার কুসংস্কার, মায়ের দুধ পান করানো, কৃত্রিম দুধে অপকারিতা, শিশুর জীবনরক্ষা ও পরিবর্ধনে সতকর্তা, পিতা-মাতা, ভাইবোন ও পড়শিদের সাথে আচরণ, পোশাক পরিচ্ছদ, খাওয়া দাওয়া, অনুমতি গ্রহণ, মুলাকাত, মজলিসের আদব কায়দা, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিষয়ে ইসলামে আছে বিশদ সমাধান।

সর্বকল্যাণময়ী ইসলামের নিরুপম ধারার বাঁকে বাঁকে, হেঁটে হেঁটে সর্বকালের সকল সৃষ্টির জন্য কল্যাণের মাধ্যম হিসেবেই ইসলামের বিদ্যমান অবস্থা। যার ব্যাপ্তিকাল ধরার অন্ত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। ইহা পরকালে ও সুউজ্জল প্রশান্তির সমাধান। আলোচনার প্রসঙ্গ ও শব্দসংখ্যার স্বল্পতার বিবেচনায় মুখ্য ও বহুল আলোচিত বিষয়াদি আলোচনাধীন করার চেষ্টা করবো। কারণ দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের ভূমিকা এত বেশী যে, তা শব্দে বর্ণনা অসম্ভবপর। বর্তমান সময়ে খুবই আলোচিত ও নেক্কারজনক বিষয় হচ্ছে- 'ধর্ষণ বা ব্যাভিচার'। ব্যাভিচার ধর্মীয়, সামাজিক ও আর্দশিক সকল মাপকাঠিতেই জঘণ্য অপরাধ। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই সকল ধর্ম ও সকল স্থানে এটি অন্যায় বলেই বিবেচিত হয়। ইসলাম এ অপরাধকে সর্বাধিক ঘৃণিত বিবেচনা করে। অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে, নারীর সতীত্বের হিফাযত ও খিয়ানতের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পবিত্রতার। নারীর গর্ভেই জন্ম নেয় রাজা-রানি। ক্ষমতাবান, দায়িত্ববান, গবেষক-পণ্ডিত, সমাজ সংস্কারক থেকে শুরু করে যুগ শ্রেষ্ঠ সকল মনীষী। অনাগত প্রজন্মের একটি সুরক্ষিত পরিচয় তৈরি করতেই বিবাহের বিধান। পক্ষান্তরে, ব্যাভিচার সতীত্বের পতন ঘটায়। বিয়ে বহির্ভূত সন্তানরা পৃথিবীতে পা রাখে পিতৃ পরিচয়হীন ঘৃণার পাত্র হয়ে। ব্যভিচারের ভয়াবহ পরিস্থিতির হাত থেকে মানব জাতির রক্ষার্থে মহান আল্লাহ তাআলা উপযুক্ত শাস্তি অথবা অপরাধীর স্পষ্ট বক্তব্য মজুদকালীন কঠোর শাস্তি ঘোষণা করেছেন। যেমন মহান কিতাবের বাণী-

'ব্যভিচারিণী নারী, ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশো করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্য করণে তাদের প্রতি তোমাদের যেন দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো।'[৩]

আর এ কঠিন শাস্তির জন্য পর্যাপ্ত বিধান বিদ্যামান। এ শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাক্ষী কমপক্ষে চারজন হতে হবে। স্পষ্টভাষায় ঘটনার বিবরণ দিতে হবে। কোথায় কখন কার সাথে কিভাবে ব্যাভিচার হতে দেখেছি তা পরিষ্কার করে বলে দিতে

হবে। সুরমাদানির কাঠি সুরমাদানির মধ্যে যেভাবে প্রবিষ্ট করতে হয় সেভাবে প্রবিষ্ট করতে দেখেছি। এ জাতীয় স্পষ্ট বক্তব্য দিতে হবে সাক্ষীকে।[৪]

অনলাইন নির্ভর এই পৃথিবীতে সতত ভার্চুয়ালি জীবনযাপনই এই ২১ শতকের বিশেষত্ব। ইসলাম আদি ধর্ম হলেও এতে চলমান বিশ্বের অনলাইন অফলাইনে ঘটমান সকল সমস্যার সমাধান আছে। যেমন এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো টেলিফোন, ট্যালেক্স, ফ্যাক্স বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিবাহ।পাত্র-পাত্রী বিবাহ স্থলে স্বশরীরে উপস্থিত না হয়েও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন। এমতাবস্থায় নিয়োগকর্তা প্রতিনিধিকে মৌখিকভাবে নিয়োগ করতে পারেন বা পত্রালাপের মাধ্যমে। টেলিফোন, ট্যালেক্স, ফ্যাক্স হল ইলেকট্রনিক তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যম। এগুলো সরাসরি মানুষের প্রতিনিধি হতে পারে না। তাই উক্ত মাধ্যমে বিবাহ ফাসিদ বিবাহের অন্তর্ভুক্ত।[৫] তবে যদি পরে সাক্ষী পাওয়া যায় বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে।ইসলামের এই সুনিপুণ ধারা নিরন্তর। বিবাহ বন্ধন বলুন বা বিবাহ ছিন্ন সব ক্ষেত্রে এর ফয়সালাতেই কল্যাণ নিহিত। ইসলামের দৃষ্টিতে "তালাক" তথা বিবাহ বিচ্ছেদ নিকৃষ্ট হালাল কাজ। তালাক শব্দের অর্থ বন্ধন খুলে দেওয়া,পরিত্যাগ করা, বিচ্ছিন্ন করা প্রভৃতি। ইমামুল হারামাইন (র.) বলেন, 'তালাক' শব্দটি ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে ব্যবহৃত পরিভাষা। ইসলাম ও এক্ষেত্রে এ শব্দটিই ব্যবহার করেছে।[৬] স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক সম্পর্ক যখন অতিরিক্ত হারে ফিকে হয়ে যায়, যখন তারা মিলে মিশে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সহকারে জীবন ধারণের সম্ভাবনা পায় না, এমনকি এ অবস্থা হতে মুক্তির কোনো পথ পায় না, যখন উভয়ের বিয়ের শরঈ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায়,তখন উভয়ের ভবিষ্যত দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও তিক্ততা-বিরক্তির বিষাক্ত পরিণতি হতে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছেদ ঘটানোই তালাক। এ কাজের প্রতি ইসলাম নিরুৎসাহিত করে। বরং বৃহত্তর স্বার্থ বাঁচাতে এই অপছন্দনীয় কাজকে স্বীকৃতি দেয়া।

'স্বজাতির প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ' মানুষের মানবিয় গুণ। তাই তারা একা বাস করতে পারে না। স্বজাতির সঙ্গসুখে তারা আত্মিক ও মানসিক শান্তি লাভ করে। পক্ষান্তরে

স্বজাতির বিচ্ছিন্নতা ও দীর্ঘকালীন নির্জনতার দরুণ তারা আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে উঠে। তাই সংবদ্ধভাবে বাস করার জন্য একে অপরের উপর রয়েছে সহমর্মিতা, সহযোগিতা। তাঁরা একে অপরের আনন্দ-বেদনা, সুখানুভূতির ভাগীদার। তাঁদের সম্পদে রয়েছে প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন ও গরীব দুঃখী মানুষের অংশ অধিকার। পবিত্র কুরআনুল কারিমে মুসলমানকে একে অপরের ভাই হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই তারা একজন অপরজনের হক সম্পর্কে সচেষ্ট হবে। একে অপরের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করবে না। নিজ মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা করা হারাম। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের রক্ত,সম্পদ ও সম্মান সবই হারাম। কোনো কারণে মুসলমান পরস্পরের মধ্যে মনমালিন্য ঘটলে,তা উত্তমরূপে মিটিয়ে নিতে হবে।

জগতের অধিকর্তা, তীব্রভাবে প্রতিবেশী অপর মুসলমানের লেনদেন খেয়ানতকারীকে ভৎসর্না করেন। এতে ইসলামের সচ্ছতার স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে। ইমান ও আমলের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলা অনুরূপভাবে অর্থ উপার্জন ও ব্যয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁর বিধান মেনে চলা আবশ্যক। অর্থনৈতিক জীবনে যাতে ভারসাম্য ক্ষুন্ন না হয় এর জন্য হালাল হারামের বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। শ্রমিকের মজুরী নিশ্চিত করা হয়েছে। গরীব যেন অনাহারে অর্ধাহারে মারা না যায় সেজন্য যাকাত, উশর, খারাজ, ইত্যাদি বিধান রাখা হয়েছে। এমনিভাবে ধনবৈষম্য সৃষ্টিকারী শোষণমূলক সুদ, ঘুষ, জুয়া, লটারি, কালোবাজারি, মওজুদদারী ইত্যাদি উপার্জনের পন্থাকে হারাম করা হয়েছে। বস্তুত ইসলামি অর্থব্যবস্থায় কোনরূপ জুলুম, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবকাশ নেই। মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রে এর বাস্তব প্রয়াস প্রত্যক্ষ করা যায়। আরবের অধিবাসীরা একদিন বৈষম্য ও দরিদ্রের শিকার ছিল। ইসলামি অর্থনীতির স্পর্শে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাতে এমন পরিবর্তন সাধিত হল যে, যাকাতের টাকা নেওয়ার মতো ও মানুষ পাওয়া যেত না। যেসব বৈশিষ্ট্যের কারণে এত সমৃদ্ধ তা হলো- স্বভাবানুকূল অর্থব্যবস্থা, মালিকানা, সম্পদের সুষম বন্টন ও আবর্তন, অর্থ উপার্জনে ভোগ-লিপ্সার অপনোদন, জাগতিক লাভালাভের স্থান, হালাল-হারামের

বিধান, অর্থনীতিতে আজিম ও রুখসত, নিয়ন্ত্রিত আয় ও ব্যয়, কর্মসংস্থানের অধিকার সংরক্ষণ, শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতকরণ, জবাবদিহিতার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। মোটকথা জীবন সমস্যার সকল সমাধান ইসলামে বিদ্যমান বলেই এর শ্রেষ্ঠত্ব শঙ্কাহীন।

আধুনিক যুগে ইসলাম ঠিক তেমন নান্দনিক যেমনটা প্রাককালে ছিল। প্রাক-ইসলামি যুগে ইসলাম যেমন সর্বসমাধা হয়ে তার রূপ-লাবণ্যে সকলকে আকৃষ্ট করেছে আজও তার সেই দর্প অশেষ। তখন থেকেই ইসলামের সু-সমাধাতে অবিনশ্বর সাক্ষাৎ আছে। বিবর্তনের একাল-সেকালে ইসলাম নবযুবকের ন্যায় শাশ্বত খ্যাতি বিলিয়ে যাচ্ছে, যা অনন্ত। তাই ইসলামের এই সুখ্যাতি এতই অনুপমেয় যে এতে অন্য কোন ধর্মের ছায়াপাত কর্মহীন। বছর, যুগ বা শতক পর পাল্টে যায় সম্রাট, সভ্যতা, ইতিহাস। কিন্তু ইসলাম এমন চিরন্তন ধর্ম যা অবনীর ধ্বংস পর্যন্ত স্ব-মহিমায় অক্ষুন্ন থাকবে। আধুনিক বা অতি-আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাব, অন্যান্য হালনাগাদকৃত বিষয়ের ছায়া, সমকালীন চিন্তা-চেতনা ও সমাজজিজ্ঞাসা মানব মননে যতই রূপান্তর আনুক না কেন, ইসলামই সর্বাধুনিক, সর্বশ্রেষ্ঠ। বর্তমান বিশ্বে ইসলাম বিদ্বেষীদের সংকট মহামারীর চেয়েও ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। ইসলাম কে নিয়ে কটুক্তি, একে তুচ্ছজ্ঞান করা, তার সম্মানকে খাটো করাই তাদের মূল লক্ষ্য। কিন্তু ইসলামের মর্যাদা স্বয়ং স্রষ্টা উন্নীত করেছেন। সমাপ্তিটা হোক ছন্দাকারে-

উন্নীত চির, নয় নিশার ভ্রম
নয় শ্লেষাত্বক, তীক্ষ্ম নির্মম।
নয়ত অস্থির দহনে পর্যুদস্ত
বরং নম্র, স্নিগ্ধ, অবিপর্যস্ত।
আছে ন্যায়নীতি, বিজ্ঞানের উপস্থিতি
সমাজ, রাষ্ট্র, জীবননীতি যথারীতি।
দুর্বিপাকে শান্তি সওগাত, অভয়ারণ্য
তারই মাঝে পূর্ণাশ, বাকীরা সব শূন্য।

কি উচ্ছল, লাবণ্যময় সে বাণী
দাবানল মুক্তি পেতে ধর সে পাণি।
আবর্তনে প্রাসাদ হয়েছে মহাশ্মশান
সতত জাগরুক ইসলাম, অনিবার্ণ।
মমতা কত, আহা! উদ্বেল হয়ে উঠি
শামিয়ানা প্রশান্তির যতই কর ভ্রুকুটি।
যতই কর তুচ্ছজ্ঞান, খাটো, কটুক্তি
'ইসলামই গ্রহণীয়' স্রষ্টার উক্তি।

তথ্যপুঞ্জী:
[১] শারহুল আকাইদিন নাসাফিয়্যাহ, পৃষ্ঠা:৭১ ,
[২] সুরা আ'লে ইমরান,আয়াত নং :১৯ ,
[৩] সুরা নূর, আয়াত :০২,
[৪] হিদায়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা :৪৮৬,
[৫] জাদীদ ফিকহী মাসাইল, ১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা:১৪৯,
[৬] সুবুলুস সালাম, ৩য় খণ্ড ,পৃষ্ঠা:১৬৭।

অনভিপ্রেতভাবে ব্যবসায়ী এক ক্রেতার নিকট ঐ কাপড়ের ত্রুটিটুকু না বলে বিক্রয় করে দেন। পরবর্তীতে সেটি কার কাছে বিক্রি করছেন তাও স্মরণে ছিলো না। যেদিনই এ ঘটনা ইমামের কর্ণগোচর হলো ত্রিশহাজার দিরহাম ঐ থানের মূল্য বাবদ সদকা করে দেন। [৮] এই ছিলো ইমাম আযমের (রহ.) তাকওয়ার অবস্থা। এভাবেই আমরা নবি করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বর্ণালি যুগ থেকে শুরু করে তাঁর পরবর্তী ইমামদের জীবনী চর্চা করলে মানবজীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি। সবিশেষ হৃদয়পটে এটিও নিবদ্ধ করতে পারি যে, খোদাভীতিতেই নিহিত মানবজীবনের সমুদয় সাজ-সৌন্দর্য ও সফলতা।

তথ্যসূত্র

১. আল-মু'জামুল ওয়াফী; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান।
২. আল-কুরআন; সুরা হুজরাত, আয়াত নং-১৩।
৩. আল-কুরআন; সুরা আলে ইমরান, আয়াত নং-১০২।
৪. তানভিহুল গাফেলিন; মূল: ইমাম আবুল্ লাইস সমরকন্দী (রহ.), পৃষ্ঠা: ৩০৪।
৫. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং-১৮৯।
৬. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং-১৮৩।
৭. সুরা আল-হজ, আয়াতাংশ-৩৭।
৮. তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন, মূল: গোলাম রাসুল সাঈদী, আনুবাদ: মাওলানা কাজী আনোয়ারুল ইসলাম খান, পৃষ্ঠা-৫৩।

✍ শিক্ষার্থী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা।

প্রয়োজন আরেকজন ইলমুদ্দিনের

মোহাম্মদ সাইদুর রহমান সাঈদ

একে একে বড় হচ্ছে মোস্তফার আরশ ছোঁয়া সম্মানে আঘাত হানা ঠ্যাঁটা লোকদের তালিকা। এই-তো দিন কয়েক আগেই পার্শ্ববর্তী দেশের ক্ষমতাসীন দু'নেতা-নেত্রী চরম অশিষ্টতা করে বসল। আন্দোলন আর মানববন্ধন করে তাদের শাস্তির আওতায় আনার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। ফলাফল দাঁড়ালো শূন্য। ঠিক তেমনি আজ থেকে শত বছর পূর্বেও মোস্তফার শানে ধৃষ্টতা দেখিয়েছে এক লেখক। নাম তার কৃষ্ণ প্রসাদ প্রতাব। লিখেছে 'রঙ্গিলা রসূল' নামক একটি বই। প্রতি পাতায় পাতায় নবিজির নামে কূৎসা রটায় চমূপতি (কৃষ্ণ প্রসাদ এর ছদ্মনাম)। শুরু হয় বিক্ষোভ, আন্দোলন। আর সেই আন্দোলনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো ২০/২১ বছর বয়সি এক যুবক। তেমন শিক্ষা-দীক্ষায় ও দীক্ষিত না। অশিক্ষিত। বাবা ছিলেন কাঠ মিস্ত্রি। বাবাকে কাজে সাহায্য করতো। নাম ছিল ইলমুদ্দিন, গাজি ইলমুদ্দিন। পরে হয় গাজি ইলমুদ্দিন শহিদ। সে আন্দোলন দেখে জানতে চায় আন্দোলন-এর কারণ। কারণ হিসেবে জানতে পারে চমূপতি নামক লেখকের 'রঙ্গিলা রসূল' নামে এক বই প্রকাশ করেছে লাহোরের রাজাপাল নামক এক প্রকাশক। লেখক কে কেউ চিনে না, চেনারও কথা না ব্যবহার করেছে ছদ্মনাম। তাই প্রকাশকের বিরুদ্ধে আন্দোলন। আন্দোলনের কারণে রাজাপাল-কে গ্রেপ্তার করলেও জামিনে মুক্তি দেয় ব্রিটিশ সরকার। এত কিছু শুনে অস্তির হয়ে গেলো ইলমুদ্দিন। নবি প্রেমে জেগে উঠল ইলমুদ্দিন। মোস্তফার শানে বেয়াদবির শাস্তি সে নিজেই দিবে। এক রুপি দিয়ে কিনে নিল খঞ্জর। দেরি করলো না, চলে গেল সেই প্রকাশক রাজাপালের দোকানে। রাজাপাল-কে দেখা মাত্র খঞ্জরের ব্যবহার করে তার বুকে। মোস্তফার প্রতি বেয়াদবির পরিনামে পরিণত করে রাজাপাল-কে। সবাই অস্ত্রশূন্য করে ফেলে ইলমুদ্দিন-কে। একটুও বিচলিত না হয়ে পালিয়ে না গিয়ে দাড়িয়ে থাকে ইলমুদ্দিন। পুলিশ আসে, গ্রেপ্তার হয়। বিচার গড়ায় হায়-কোর্ট পর্যন্ত। ইলমুদ্দিনের পক্ষে তৎকালীন নামকরা উকিল আলী জিন্নাহ। সে নিজেও জানে ব্রিটিশ আদালতে ক্ষমা

হবে না ইলমুদ্দিনের। তারপরেও সে ইলমুদ্দিন-কে বলে তুমি কোর্টে স্বীকার করবে হত্যার সময় তোমার মানসিক অবস্থা ঠিক ছিল না। নারাজ ইলমুদ্দিন। সে বলবে না, কারণ সে মোস্তফা'র শানে অশিষ্টতাকারী-কে শাস্তি দিতে স্বেচ্ছাক্রমে সব কিছু করেছে। পরাজিত হয়েছেন আলী জিন্নাহ। মৃত্যুদণ্ড হলো গাজি ইলমুদ্দিনের। মোস্তফার প্রেমে বিসর্জন দিলো নিজের জীবনকে। ফাঁসি কার্যকর হওয়ার পর কোনো জানাজা ব্যতিত দাফনের নির্দেশ দেয় ব্রিটিশ সরকার। বাস্তবায়নও হয় সেই আদেশ। কিন্তু মানতে নারাজ লাহোরের মুসলমানরা। তারা ইলমুদ্দিন-কে দেখে নিজের চোখ জুড়াবে। শেষ-বারের মত দেখবে ইলমুদ্দিন-কে। ইলমুদ্দিনের নামাজে জানাজায় অংশগ্রহণ করে ধন্য করবে নিজেদের। বিক্ষোভ হয়। আন্দোলনের তীব্র মাত্রা দেখে এবার সরকার নড়েচড়ে বসে। সিদ্ধান্ত হয় ইলমুদ্দিনের লাশ তোলার। পনেরো দিন পর তোলা হবে ইলমুদ্দিন-কে। কি জানি এতদিনে লাশের অবস্থা কেমন হয়েছে? পোকামাকড় কিছু অবশিষ্ট রেখেছে কিনা? শুরু হলো ইলমুদ্দিনের কবর খননের কাজ। তোলা হলো ইলমুদ্দিন-কে। একি, পোকামাকড় খাওয়া-তো দূরের কথা, কাফনে মাটির দাগ পর্যন্ত লাগেনি। জান্নাতি মেহমান হয়েই আরামে শুয়ে ছিলো ইলমুদ্দিন। জানাজা পড়ানো হলো। আল্লামা ইকবালের মত ব্যাক্তিগণও উপস্থিত হলেন জানাজায়। নিজেকে ধন্য করলেন ইলমুদ্দিন-এর জানাজার মুসল্লি হয়ে। আজও আমাদের দরকার তেমন এক ইলমুদ্দিনের। শত শত রাজাপাল প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে ছড়িয়ে আছে। প্রয়োজন শুধু ইলমুদ্দিনের।

✍ শিক্ষার্থী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা।

An Unceasing Light Of Prophet Love

Rezaul Karim

In the Changing process of diumal rotation and annual rotation of the earth, the transformation of moment, epoch making eddy revolution and to gbrity the fondness of prophet in the hearts of prophet lovers the Rabiul Aual has come to us. That first feeling of the coming of Mohammad (s.m.) still oscillates our hearts. So in this glorious moment like nazrul we recite.
The dearest Mohammad (s.m.) of the three ages has come to the earth come and see the sea. Sky and air if you want to see" Infact, the founder of this high tide of Prophet love (Jashne Julus) in this Bangladesh is Hazart Tiob Shay (r.) in 1974. So I other the name of this great saint with respect. I can say undoubtedly that Jashne Julus is the biggest best Eid for those whose Hearts are filled with the fondness of Mohammad (s.m.). As they consider that this Eid is the source of all therest Eids and the best gift of Allah on us. The lovers receive it as the estables of their soul and why will not they do it! Where Allah declares. Undoubtedly Allah token pity on believers by bending Prophet. (sm.) [quran] He also says - If i did not creat you. Would not creat the whole universe [Hadith-gd Kudsi] And the rally of Jashne Julus is the order of Allah. Custom of great saints, and the reflection of love (Hubibe Mostafa) in the soul of Prophet lovers. From the beginning of Robiul Aual Prophet lovers love is increased day by day and they hold it untill the death.

I do not want to make any impatience of my readers to write soon but i will say only that come and make great unity in same platform among us with teaching of Julus so that we can transmit the slogans of Naraye Takbir' and Na raye Resalat' from the society of the parliament as well as to the whole world. And I belief that this Julus/unity will help us to enlight the whole world with the unceasing light of the fondness of prophet (s.m.).

যিকরে তৈয়ব

মাঈনুল কাদের রেজভী

হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ রাদিআল্লাহু আনহু। একজন সিদ্ধ পুরুষের গুণকীর্তনে যেসকল বুলি যোগ করা যায়, তার সবটাই হুজুর কেবলার জন্য শোভনীয়। তার একটিও অত্যুক্তি হবে না। তাঁর সমস্ত আলঙ্কাবকে ছাপিয়ে যে লক্বটি দিবালোকের উজ্জ্বল দিবাকরের মতো দেদীপ্যমান তা হলো তিনি নবিবংশের উজ্জ্বল জ্যোতি। মহান ব্যক্তিগণকে বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লিষ্ট করা যায়। তবে দুই আড়াইশ শব্দের এই সীমাবদ্ধ আঙিনায় সাগরসম ঐ মহানের কথা কতটুকু লিখতে পারি জানি না।

খুলুসিয়্যাত, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। যিকরে তৈয়ব'কে এই ইখলাস দিয়েই শুরু করা যাক। আমরা যারা একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর মুখ দেখেছি, হুজুর কেবলার নুরানি মুখ দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। যে কয়টি আলোকচিত্র দেখেছি, তার কোনোটিতে হয়তো হুজুর কেবলা সাদাসিধে একটি পাঞ্জাবি পরিহিত অথবা অনুজ্জ্বল একটি শেরওয়ানি আর মাথায় কমদামি একটি টুপি। মোটকথা, হুজুর কেবলার পোশাক বিশাল আড়ম্বরপূর্ণ ছিল না।

পশ্চিমারা মুসলিম দেশগুলোতে নানা ফন্দি এঁটে যুগের পর যুগ ধরে বোমা ঢালছে। আবার সেই হামলায় অর্ধমৃত মানুষদের শুশ্রূষা করতে লাগিয়ে দিচ্ছে তাদেরই অর্থায়নে পরিচালিত মিশনারিদের। এদের আবার চমৎকার সব গালভরা মানবতাবাদী স্লোগান আর নাম। এসব হিউম্যানিটির ফেরিওয়ালারা সেবার নাম দিয়ে সরল মানুষদেরকে দিব্যি খ্রিস্টান বানিয়েই চলেছে।

মহাপুরুষদের ভিশনারি নজরে ভবিষ্যতের ক্ষতগুলো ভেসে ওঠে। তাই সেই ক্ষত সারাতে প্রয়োজনীয় দাওয়াহ ব্যবস্থাও তারা করে যান। নব্বইয়ের দশকে হুজুর কেবলার ইহজীবনের শেষদিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন একটি কমিটি। না, তৈয়বিয়া

কমিটি নয়। সিরিকোটিয়া কমিটিও নয়। সিলসিলার মহান শায়খ গাউসে আজম (রা.)'র নামে গাউসিয়া কমিটি। এটির নামকরণেও হুজুর কেবলার খুলুসিয়্যতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে। গাউসিয়া কমিটি নামক পুষ্পটি আজ তার কড়া সুগন্ধে মোহিত করছে দেশ ও জাতিকে। সে সুবাস দাঁড়ি টুপির গন্ডি পেরিয়ে সিঁদুর ওয়ালির ঘরেও সৌরভ ছড়াচ্ছে। মিশনারিদের কপটতাপূর্ণ মিশন যেন কিছুটা হলেও থমকে দাঁড়িয়েছে এখানে এসে '২০ এর করোনাকালে তা আমরা দেখেছি। বলেছিলাম না!

মহানদের নিয়ে লিখলে অনেক লিখা হয়ে যায়! কিন্তু শব্দের সীমাবদ্ধতা আর চিন্তার স্বল্পতা আমাকে এখানেই থামিয়ে দিচ্ছে। একটি প্রার্থনা রেখে যাই, হুজুরের ফুয়ুজাত থেকে যেন রাব্বুল ইজ্জত বঞ্চিত না করেন।

✍ সমাজ সেবা বিষয়ক সম্পাদক, যুল-ইয়ামিন ছাত্রকল্যাণ পরিষদ।

নূরে মুজতবার ﷺ প্রকাশক্ষণ

মিশকাতুল জান্নাত

তাঁরই জ্যোতির কণিকায়, ভুবনে
শোভা জাগায়
বাহ বাহ! কী বিচিত্র! চমক
লাগবেই তো ॥

نیم جلوے میں دو عالم گلزار
واہ وا رنگ جمانے والے
-حدائق بخشش

মা আমেনার কোলে যখন নূরে মুহাম্মদীর প্রকাশ হলো, জ্যোতির্ময় হলো পুরো জড়জগত। কাবার হেরেম শরীফ নূরে পরিপূর্ণ হলো। মা আমেনার হুজরা থেকে এমন নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, তিনি বুসরার পাহাড়গুলো স্বচক্ষে দেখছিলেন। সেই নূর প্রকাশিত হয়েছিল হযরত আদম (আ.) এবং হযরত হাওয়া (আ.) এর কপাল মুবারকে। অতঃপর সংরক্ষণ করা হয় হযরত আদম (আ.) এর পৃষ্ঠদেশে। ধারাবাহিকভাবে সৌভাগ্যবানদের মাধ্যমে হুজুরের আম্মা-আব্বার চেহেরা মুবারকে

সেই নূরকে আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ করেন। মাহে রজবের জুমু'আর রাতে স্রষ্টার প্রথম সৃষ্টি 'নূরে মুহাম্মদী' মা আমেনার রেহেম মুবারকে তাশরীফ আনেন।

আদি পিতা আদম (আ.) জান্নাত হতে পৃথিবীতে অবতরণের চারহাজার চারশ তেষট্টিতম সনে ১২ই রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার সুবহে সাদেকের পূর্বক্ষণে নূরে মুহাম্মদী ﷺ এর শরীর মুবারক প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর শুভাগমনে পুরো সৃষ্টিজগত মহানন্দে 'স্বাগত' জানাল। বায়তুল্লাহ শরীফ নেচে উঠেছিল, হুরেরা উঁকি মেরে দেখছিল। তাঁর দিদার পেয়ে ধন্য হতে আসমানসমূহ ঝুঁকে পড়েছিল। ভূত-প্রতিমা সকলেই মাথানত করে নিয়েছিল। এমনকি পারস্যের অগ্নিকুণ্ড নিভে গিয়েছিল এবং পারস্য সম্রাটের রাজ-প্রাসাদগুলোও কেঁপে উঠেছিল।

হুজুর আকরাম ﷺ ভূমিষ্ট হয়েছিলেন, খৎনাকৃত ও সুরমা লাগানো অবস্থায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নাভিকর্তিত ছিলেন তিনি। তাঁকে গোসল করানো হয়েছিল জান্নাতুল ফেরদৌসের থালার মধ্যে। প্রসবকালীন সময়ে মা আমেনার পেট মুবারকে সাদা পাখীর পাখা দ্বারা মালিশ করা হয়েছিল, ফলে মা আমেনার ভয় ও অস্থিরতা দূরীভূত হয়েছিল। এবং পাখির একটি ঝাঁক আত্মপ্রকাশ করেছিল, যারা তাঁকে ছায়ার মতো ঢেকে নিয়েছিল।

তিনি জমীনে সিজদারত অবস্থায় ভূমিষ্ট হওয়া মাত্র তাঁর বরকতময় আঙুল দিয়ে আসমানের দিকে ইশারা করেন আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দিতে। তাঁকে বিলাদাতের সময় একটি মেঘ তুলে নিয়েছিল এবং তাঁকে পরিবার-পরিজনদের চোখের অন্তরাল করে নিয়েছিল। সবুজ রেশমে জড়িয়ে তাঁকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে প্রকাশের পর ফেরেশতাগণ আসমানের স্তর থেকে মা আমেনার কাছে ফিরিয়ে দেন। এবং তাঁর শরীর মুবারক প্রকাশ হওয়ার পর তাঁকে তাবিজ পড়ানো হয়েছিল।

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁর শুভাগমনের ঘোষণা দিয়েছেন সানন্দে। অপরদিকে তাঁর বিলাদাতের সময় ইবলিস এমনভাবে আর্তনাদ করেছিল যে, সেই আর্তনাদের শব্দ সমগ্র সৃষ্টির সবাই শুনেছিল।

তথ্যসূত্র

১. পারা নং:০৩, পৃষ্ঠা নং: (১৩-৩৩), মাজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রসূল ﷺ, খলিফায়ে শাহে জিলান খাজায়ে খাজেগান খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী রহ.।
২. শাওয়াহেদুন নবুওয়াত, আল্লামা আবদুর রহমান জামী রহ.।
৩. দালাইলুন নবুওয়াত, আল্লামা ইউসুফ নাবহানি রহ.।

✍ শিক্ষার্থী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা ফাজিল মাদরাসা।

তুমি আছো বলে

মুহাম্মদ আবদুল করিম

সেদিন দিকভ্রান্ত ঘুরেফিরে–
এসেছি কোন তটিনী তীরে;
একত্রে পড়ে স্রোতস্বিনীর মোহনায়,
অভিমানী নদির স্রোতধারায় যেতাম
কে কোথায়!
আমাদের রেখেছো
বাঁধনজুড়ে বুকে-গলে,
অস্তিত্বের অভয়ারণ্যে আছি–
হে জামেয়া!
শুধু তুমি আছো বলে।

নিঃশ্বাসে পক্ষাঘাত
বিশ্বাসে কুঠারাঘাত,
এসেছিল হানার পর হানা–
যেথা শুভ্রজীবন বৃথা ষোলআনা।

ছিলো না কালেমার শুচিত্বে ভ্রুক্ষেপ
না জানে নবির চরণে সালামের
পদক্ষেপ,
ছিলো না অলি–দরবেশ আস্তানার
দাম
কুরআনের দোহাই দিয়ে কেমন
ইসলাম!
আঁধারে ছেয়ে যাওয়া ক্ষণে–
বাংলার প্রত্যন্তে সত্য-উদয়নে
যাত্রা তোমার এক বিনম্র কৌশলে;
আমাদের ইমান
আমাদের নিষ্ঠপ্রাণ
আজো রক্ষিত–
শুধু তুমি আছো বলে।
মদিনার জ্ঞানাকর হতে
দুনিয়ার বিজ্ঞজনের তটে
এসেছে তোমার হাত ধরে
হেথা সহস্র চটে।
এসেছে বাগদাদের নুর
চৌহরের অনিন্দ্যসুর,
সিরিকোটের রাজনভোর
এসেছে বেরেলির জোর
নিষ্যন্দ গাউসে ভাণ্ডারীর প্রেমময়
নূপুর
এলো ইমাম শেরে বাংলার নিষ্ঠা-
টইটম্বুর,
এসব অমূল্যের প্রাত্যাহিক মেলা
কোন কৃপাচ্ছলে–
সময়ের শ্রেষ্ঠ নিকেতন,
হে জামেয়া!
তুমি আছো বলে।

বাতিলের বাতুলতা টলে
তোমার উপঢৌকিত বিদগ্ধজনের
কলে।

হাজারো আশিকের মন–
তোমাতে নিবিষ্ট সারক্ষণ।
অগুনতি প্রাণ সিক্ত ভালোবাসার
দলে–
হে অনবদ্য জামেয়া!
তুমিই তো আছো বলে।

✍ সাবেক সহ-সভাপতি, যুল-ইয়ামিন ছাত্রকল্যাণ পরিষদ

উত্তরণ

জান্নাতুল মাওয়া সাইমা

উত্তাল ঐ পারাবার উত্তরণে,
যাত্রী সবে অভিন্ন খুনে,
তরি তরে তবে কেন আঘাত!
বিদ্বেষ কেন এতো মনে?

এ যে ভ্রান্তি গমন!
হাজার বছরের ইতিহাস ভেদে,
পাবে কি উপমা এমন!

অসত্যে সংকুল পাথার
উত্তরিবে চাই, এটাই প্রতিকার,
হানবে প্রতিঘাতে সব অনৃত
দরবার।

আপনা তুচ্ছে, স্বজাতি উচ্চে
আগুয়ান সবে হস্তধারী,
বেরেলি রবির কিরণ মেখে,
বাইবে তরী শঙ্কাহারী।

কালো-সাদায় রঙিন যাত্রী
একত্রে সব দিবা-রাত্রি,
আরব অতুল অপেক্ষমান যে!
গন্তব্যে পাবে সহযাত্রী।

খোদার রাহে জুলুস হবে,
অনন্তকাল কেটে যাবে,
এই নাজারা দেখতে কি ভাই,
ইচ্ছে হয় না কভু তবে!

শিক্ষার্থী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা।

আগমনী শ্লোক

আবু সাওবান মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন

তখনো ফোটেনি ভোরের কিরণ, পাখিরা তুলেনি সুর
তামাম জাহান উঠিল হাসিয়া, সহসা কাটিল ঘোর
আকাশ বাতাস খুশিতে বিভোর, বসুধা পেয়েছে শোভা
আমেনার ঘরে নুর চমকালো 'মারহাবা মারহাবা'।

খেলিতেছে বাগে কুসুম-কলিরা খেলিতেছে বসুমতি
তাঁহার আবির্ভাবে এ ধরণী ফিরে পেল নব জ্যোতি
কুল-মাখলুক মাতোয়ারা আজ, খুশি নিশি-সাঁঝ-দিবা
দুরূদের ধ্বনি গর্জিয়ে উঠে, 'মারহাবা মারহাবা'।

তোমার পরশে ভুবনের যত কেটে গেল অমানিশা
ফিরে পেল বাগে ফুলেরা সুবাস, পথিক পেয়েছে দিশা
হীরা-নীহারিকা কাঁপিয়া উঠিল, ম্লান হল যত আভা
হুর-পরীরা সুরে সুর তুলিল 'মারহাবা মারহাবা'।

দূত নও শুধু, রহমত হয়ে এসেছ ধরার বুকে
তব নুর লেগে জাহেলিয়াতের মারুত গিয়েছে চুকে
ওগো নুরনবি তব পদতলে কুরবান মম গ্রীবা
তব আগমনে ধন্য অবনি 'মারহাবা মারহাবা'।

শিক্ষার্থী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা।

কর কেন তোমরা নারীকে অবহেলা?

জান্নাতুল ফিরদাউস লিজা

আমি নারী, আমি মা !
করেছি দশমাস দশদিন উদরে ধারণ
সহেছি বিনা নালিশে তব সব পীড়ন,
আমি বিনে সম্ভব কি এ ভবে রাখা তব চরণ?
তবুও, কর কেন তোমরা নারীকে অবহেলা?

আমি নারী, আমি বোন !
করেছি তখনই তব মনের ভয়ভীতির অবসান
যখনই ছিলে পড়ে কোনো কাজে হয়ে পেরেশান,
বলেছি বোনের সহসা থাকবে তব পাশে চলমান
তবুও, কর কেন তোমরা নারীকে অবহেলা?

আমি নারী, আমি কন্যা !
এসেছি তোমার ঘরে হয়ে আমি এক ফুলের কলি
করেছি হৃদয়ের সব গ্লানি দূর বাবা বাবা ডাক বুলি,
শুনে সে মধুর ডাক তব হৃদয় সব গ্লানি যেত ভুলি
তবুও, কর কেন তোমরা নারীকে অবহেলা?

আমি নারী, আমি সহধর্মিণী !
যখনই ব্যর্থ হতে তুমি কোনো মহৎ কাজে বারংবার
সহসা জুগিয়ে বলেছি ওগো! চেষ্টা করে দেখনা আরেকবার?
মোর প্রেরণায় তুমি নিয়ে আনতে সফলতাকে নিজের দ্বার
তবুও, কর কেন তোমরা নারীকে অবহেলা?

✍ শিক্ষার্থী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা ফাজিল মাদরাসা।

যুল-ইয়ামিন সাংগঠনিক প্রতিবেদন

সহস্রাধিক ছাত্রের প্রতিনিধিত্বমূলক সত্য, ন্যায়নিষ্ঠ ও একটি আদর্শিক ছাত্র সংগঠনের অন্য নাম যুল-ইয়ামিন ছাত্রকল্যাণ পরিষদ। ২০০২ সালে সময়ের প্রেক্ষাপটে একদল সাহসি জ্ঞানতাপসের নিরলস প্রচেষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত এই যুল-ইয়ামিন পার করেছে বিশটি বছর। আর সুদীর্ঘ এই দিনগুলোতে করেছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, ইসলামি তামাদ্দুন সংস্কৃতির বিকাশকল্পে সব সাধনা। এগিয়ে এসেছে দুস্থ, গরিব, অসহায় ও মেধাবী ছাত্রদের সাহায্যার্থে। হাতে নিয়েছে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সবকটি কার্যক্রম। বাস্তবায়ন করেছে হাতে নেয়া কল্যাণকর প্রতিটি পদক্ষেপ। ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি প্যানেল তাদেরও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে বেগবান করেছে যুল-ইয়ামিনের সাহসিক পথচলা। এই পথচলায় অংশগ্রহণ করেছে বর্তমান প্যানেলটিও। তার সামান্য সমীক্ষা নিচে তুলে ধরা হলো।

এক নজরে বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহ

- গাজিয়ে দ্বীনে মিল্লাত ইমাম শেরে বাংলা (রহ.) এর ওরস মোবারকে ২টি গাড়ি যোগে অংশগ্রহণ।
- শহিদ হালিম-লিয়াকত দিবস উদযাপন।
- ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের সহযোগিতা প্রদানে যুল-ইয়ামিন হেল্প ডেস্ক গঠন।
- শহিদ আল্লামা নুরুল ইসলাম ফারুকী (রহ.) দিবস উদযাপন।
- উরসে হযরত খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী (রহ.) উদযাপন ও দেয়ালিকা প্রকাশ।
- উরসে হযরত সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রহ.) উদযাপন ও দেয়ালিকা প্রকাশ।
- উরসে সৈয়দ তৈয়ব শাহ (রহ.) উদযাপন ও দেয়ালিকা প্রকাশ।
- হোস্টেলে নিয়মিত তদারকি।
- ফ্রি টিউশন মিডিয়া।
- পবিত্র বদর দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল।
- দাখিল পরীক্ষার্থী ২২ইং এর পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত ও কলম বিতরণ।

- পবিত্র জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবি ﷺ উপলক্ষে আনজুমান ও গাউসিয়া কমিটির সাথে সৌজন্য সাক্ষাত।
- মহানবি ﷺ এর অবমাননার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধনের আয়োজন।
- জামেয়ার নির্যাতিত ছাত্রের পক্ষে মানববন্ধন ও অধিকার আদায়।
- ফরম ফিলাপের জন্য গরীব ছাত্রদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান।
- তিন দফায় কিতাব বিতরণ
  *কামিল-৩২ জন *ফাজিল-৪২ জন *আলিম ১ম বর্ষ-৬৪জন
- ধারাবাহিক প্রকাশনা গুলজারে সিরিকোট প্রকাশ।
- আলিম ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠান আয়োজন ও শুভেচ্ছা বিনিময়।
- সাংগঠনিক পর্যালোচনা ও কর্মীদের নিয়ে পাঠচক্র।
- সুফি, ওলামা-মাশায়েখ সেমিনারে যোগদান।
- উরসে আ'লা হযরতে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান।
- জশনে জুলুসে ঈদ-এ মিলাদুন্নবি ﷺ উদযাপন সফলকল্পে প্রতিটি ক্লাস কমিটির সাথে মতবিনিময়।
- জশনে জুলুস উদযাপনে সাংগঠনিক দপ্তরের আওতাধীন মনিটরিং সেল গঠন ও কার্যক্রম পরিচালনা।
- জুলুস উপলক্ষে পাঞ্জাবি সেলাই কর্মসূচি পালন ও গরিব ছাত্রদের মাঝে ফ্রি পাঞ্জাবি বিতরণ।
- গাউছিয়া কমিটি মহানগর শাখার রবিউল আউয়াল 'স্বাগত র‍্যালি'-তে অংশগ্রহণ।
- চিকা কর্মসূচি পালন।

প্রতিবেদক, মুহাম্মদ ইয়াছিন আরাফাত
সাংগঠনিক সম্পাদক, যুল-ইয়ামিন ছাত্রকল্যাণ পরিষদ।

আসলাফে যুল-ইয়ামিন

সেশন: ২০০২-২০০৩
সভাপতি: আবুল হাসান মুহাম্মদ ওমাইর রেজভী
সাধারণ সম্পাদক: মুহাম্মদ তৈয়বুল ইসলাম (তুহিন)
সাংগঠনিক সম্পাদক: মুহাম্মদ হামেদ রেজা নঈমী

সেশন: ২০০৩-২০০৪
সভাপতি: মুহাম্মদ আবদুল জাব্বার
সাধারণ সম্পাদক: হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ
সাংগঠনিক সম্পাদক: সৈয়দ মুহাম্মদ আবু নওশাদ নঈমী

সেশন: ২০০৪-২০০৫
সভাপতি: মুহাম্মদ তৈয়বুল ইসলাম (তুহিন)
সাধারণ সম্পাদক: মুহাম্মদ হামেদ রেজা নঈমী
সাংগঠনিক সম্পাদক: হাফেজ মুহাম্মদ হোসাইন

সেশন: ২০০৫-২০০৬
সভাপতি: হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ
সাধারণ সম্পাদক: সৈয়দ মুহাম্মদ আবু নওশাদ নঈমী
সাংগঠনিক সম্পাদক: হাফেজ মুহাম্মদ নাছিমুল হুদা

সেশন: ২০০৬-২০০৭
সভাপতি: মুহাম্মদ হামেদ রেজা নঈমী
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি: এড. মুহাম্মদ ইকবাল হাসান
সাধারণ সম্পাদক: হাফেজ মুহাম্মদ হোসাইন
সাংগঠনিক সম্পাদক: মুহাম্মদ মিজানুর রহমান

সেশন: ২০০৭-২০০৯
সভাপতি: মুহাম্মদ আবদুল জলিল
সাধারণ সম্পাদক: মুহাম্মদ ইমরানুল হক্ব
সাংগঠনিক সম্পাদক: মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন

সেশন: ২০০৯-২০১০
সভাপতি: হাফেজ মুহাম্মদ হোসাইন
সাধারণ সম্পাদক: মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন শাওন
সাংগঠনিক সম্পাদক: আ.ন.ম ছাইফুল্লাহ

সেশন: ২০১০-২০১১
আহ্বায়ক: আ.ন.ম ছাইফুল্লাহ
যুগ্ম আহ্বায়ক: মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন কাদেরী

সেশন: ২০১১-২০১২
সভাপতি: আ.ন.ম ছাইফুল্লাহ
সাধারণ সম্পাদক: হাফেজ মুহাম্মদ সাইফুল করিম নাঈম

সাংগঠনিক সম্পাদক: মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম চৌধুরী

সেশন: ২০১২-২০১৩
সভাপতি: হাফেজ মুহাম্মদ সাইফুল করিম নাঈম
সাধারণ সম্পাদক: মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম চৌধুরী
সাংগঠনিক সম্পাদক: রুকনুদ্দীন মুহাম্মদ ফরহাত

সেশন: ২০১৩-২০১৪
সভাপতি: মুহাম্মদ কামাল হোসাইন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক: মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম চৌধুরী
সাংগঠনিক সম্পাদক: মুহাম্মদ রিদুওয়ানুল হক

সেশন: ২০১৪-২০১৫
সভাপতি: মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক: রুকনুদ্দীন মুহাম্মদ ফরহাত
সাংগঠনিক সম্পাদক: মুহাম্মদ নাজমুল হাসান জুন্নুন

সেশন: ২০১৫-২০১৬
সভাপতি: মুহাম্মদ নাজমুল হাসান জুন্নুন
সাধারণ সম্পাদক: মুহাম্মদ রিদুওয়ানুল হক
সাংগঠনিক সম্পাদক: মুহাম্মদ আবু জাবের

সেশন: ২০১৫-২০১৬ (আহ্বায়ক কমিটি)
আহ্বায়ক: রুকনুদ্দীন মুহাম্মদ ফরহাত
যুগ্ম আহ্বায়ক: মুহাম্মদ শাহ জালাল
সচিব: আ.ব.ম শরীফ উল্লাহ

সেশন: ২০১৬-২০১৭
সভাপতি: আ.ব.ম শরীফ উল্লাহ
সাধারণ সম্পাদক: মুহাম্মদ শাহ জালাল
সাংগঠনিক সম্পাদক: মুহাম্মদ আবদুল কাদের

সেশন: ২০১৭-২০১৮
সভাপতি: মুহাম্মদ শাহ জালাল
সাধারণ সম্পাদক: মুহাম্মদ আবদুল কাদের
সাংগঠনিক সম্পাদক: মুহাম্মদ আবদুল করিম

সেশন: ২০১৮-২০১৯
সভাপতি: মুহাম্মদ আবদুল কাদের (জাওয়াদ)
সাধারণ সম্পাদক: মুহাম্মদ আতিকুর রহমান
সাংগঠনিক সম্পাদক: কাজী মুহাম্মদ শিবলী

সেশন: ২০১৯-২০২০
সভাপতি: মুহাম্মদ আতিকুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক: মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান
সাংগঠনিক সম্পাদক: হাফেজ মুহাম্মদ আরিফ বিল্লাহ সাজিদ

যুল-ইয়ামিন ছাত্রকল্যাণ পরিষদ (২০২১-২২)

ক্র.	পদবী	নাম	মোবাইল
১	সভাপতি	মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান	০১৮৫৫৩৫৫৮৬১
২	সহ সভাপতি	মুহাম্মদ ইকবাল জাহিদ	০১৮১১৩৩৮৩০৮
৩	সাধারণ সম্পাদক	হাফেজ মুহাম্মদ আরিফ বিল্লাহ সাজিদ	০১৮২২২৬১৬১২
৪	সহ সাধারণ সম্পাদক	হাফেজ মুহাম্মদ আবু ইউসুফ	০১৮২৬৬১৩০৩৮
৫	সহ সাধারণ সম্পাদক	হাফেজ মুহাম্মদ নুরুল আনোয়ার	০১৮৬৯৯৯৩৮৬৫
৬	সহ সাধারণ সম্পাদক	হাফেজ পেয়ার মুহাম্মদ	০১৮২০৭৪৪১৩০
৭	সহ সাধারণ সম্পাদক	মুহাম্মদ আরমান হোসাইন	০১৮১৮২৩৮৩৮১
৮	সাংগঠনিক সম্পাদক	মুহাম্মদ ইয়াছিন আরাফাত	০১৮২২৭০৮৫২৬
৯	সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	মুহাম্মদ শাহাদাত আলী হোসাইন	০১৮৮৩৮২৩৬৩৬
১০	সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	মুহাম্মদ মারুফ হাসান	০১৮৪৬৪০৪৫৭১
১১	সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	মুহাম্মদ ফাহাদ বিন আজাদ সিদ্দিকী	০১৭৭৯৪০১৫৩৬
১২	সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	মুহাম্মদ মাছুম বিল্লাহ	০১৫১৬৩৩৮৩৯০
১৩	অর্থ সম্পাদক	হাফেজ মুহাম্মদ রায়হান উদ্দীন	০১৮৩৫৮৭৩৭৫৯
১৪	সহ অর্থ সম্পাদক	মুহাম্মদ মিনহাজুল আবেদীন	০১৮২৮০৯৮৭৪৯
১৫	দপ্তর সম্পাদক	হাফেজ মুহাম্মদ ফরমান উল্লাহ	০১৮১২৬০০৫৪২
১৬	সহ দপ্তর সম্পাদক	মুহাম্মদ আতাউর রহমান জুনাইদ	০১৫১৬৩৩৮৩৬৯
১৭	শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদক	ফয়সাল মাহমুদ ফাহিম	০১৯৪২৩৪১৮৩৪

সহ শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদক	মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ	০১৯১৯৫৬৯১৯১
দাওয়াহ বিষয়ক সম্পাদক	হাফেজ মুহাম্মদ ইমাম	০১৮১১২২০৯৭৬
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	আশরাফ সাব্বির	০১৮২৮৩৬৬১২৩
তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক	মুহাম্মদ সাইফ উদ্দীন আরিফ	০১৮৬২৩৩৬৭৫৭
সমাজ সেবা বিষয়ক সম্পাদক	মুহাম্মদ মঈনুল কাদের	০১৮৪৬৬১৩৮০৫
আইন বিষয়ক সম্পাদক	মুহাম্মদ মেরাজ	০১৮৫৭৫২১৮১৬
সহ আইন বিষয়ক সম্পাদক	গাজী মুহাম্মদ হামিদ হাসান	০১৬১০৪১১১৭০
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বি. স.	মুহাম্মদ মাহফুজ	০১৮৫২৬৪২৭৩
ছাত্রকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	মুহাম্মদ ইরফান চৌহরভি	০১৮৭৯৩৮৮৩৬৬
শাখা বিষয়ক বিষয়ক সম্পাদক	মুহাম্মদ শরফুদ্দীন	০১৬২৭৬৭৬২৭৭
সদস্য	মুহাম্মদ শাহরুফ	০১৮৬৪২৭৮৮৮৭
সদস্য	মুহাম্মদ আদনান ইসলাম	০১৭০৬৯১১৪৯৯
সদস্য	মুহাম্মদ মিসবাহুন নূর	০১৭৩১৭৭৫৭২০
সদস্য	মুহাম্মদ আল আমিন	০১৫৬৮৫০১৫১৯

❖ ❖

যুল ইয়ামিন ছাত্রকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পবিত্র 'বদর দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন আনজুমানের ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন।

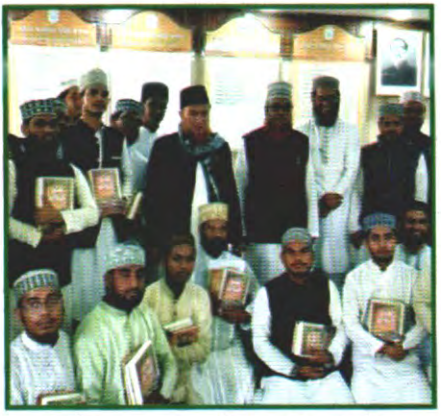

যুল ইয়ামিন ছাত্রকল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে বিনামূল্যে কিতাব বিতরণ কর্মসূচিতে আল্লামা মুফতি অছিয়র রহমান আলকাদেরী এবং ড. আল্লামা আ ত ম লিয়াকত আলী।

৭নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর মোহাম্মদ মুবারক আলীর সাথে যুল ইয়ামিন পরিবারের সৌজন্য সাক্ষাৎ।

জামেয়ার সাবেক মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুল হামিদ (রহ.)'র উরসে গাড়ি যোগে যুল ইয়ামিনের যোগদান।

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগর কর্তৃক আয়োজিত পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.)'র স্বাগত র‍্যালীতে যুল ইয়ামিনের বিশাল কর্মীবহরে যোগদান।

ভারতে নুপুর শর্মা ও নবিন জিন্দাল কর্তৃক শানে রিসালাতে বেয়াদবির কারণে যুল ইয়ামিন ছাত্রকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল

পবিত্র জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ উপলক্ষে সবাইকে জানাই

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও

ঈদ মোবারক

সাকলাইন প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন, ঈমান আক্বিদা হেফাজত করুন।

০১. আল-খাসায়েসুল কুবরা (অনুবাদ-সিরাত)- ইমাম সুয়ূতি রহ.
০২. তারিখুল খুলাফা (ইতিহাস)- ইমাম সুয়ূতি রহ.
০৩. ইমাম সুয়ূতি রহ. রেসালাসমগ্র- ইমাম সুয়ূতি রহ.
০৪. আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ (আক্বিদা-সিরাত)-
ইমাম ইবনে হাজার হায়তমী মক্কী রহ.
০৫. বাহারে শরিয়ত-ফিকহ- আল্লামা মুফতি আমজাদ আলী রহ.
০৬. আচরণবিধি- আল্লামা মুফতি আমজাদ আলী রহ.
০৭. আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ (সিরাত)- ইমাম কাসতালানী রহ.
০৮. সহীহুল বিহারী- (হাদিস ভিত্তিক ফিকহ)- আল্লামা যফারুদ্দীন বিহারী রহ.
০৯. আছারুস সুনান-(হাদিসের আলোকে মুমিনদের নামাজ)- ইমাম নীমাভী রহ.
১০. প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন (১-২ খণ্ড)-
মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর
১১. আমি কেন মাযহাব মানবো? (ফিকহ)- ঐ
১২. ইমাম মাহদী (আ.)- মূল: ইমাম সুয়ূতি রহ.
১৩. আল-আদাবুল মুফরাদ (১-২)- মূল: ইমাম বুখারী রহ.
১৪. শাফাআত কারা করবেন এবং কারা পাবেন- মূল ইমাম যাহাবী রহ.

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

১ . তাফসিরে আদ-দুররুল মানসুর (তাফসির)- ইমাম সুয়ূতি রহ. (বাংলা) (১-১৫ খণ্ড)
২. ফাতওয়ায়ে রযভিয়্যাহ- ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রহ. (বাংলা)

শুভেচ্ছান্তে

বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও ইসলামি চিন্তাবিদ,

মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

স্বত্ত্বাধিকারী, সাকলাইন প্রকাশন।

প্রয়োজনে- ০১৭২৩-৯৩৩৩৯৬

পবিত্র জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ উপলক্ষে সবাইকে জানাই

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও

ঈদ মোবারক

সুন্নি আকিদা ও আমল সম্পর্কে জানতে ড. আবদুল হালিম (মা.জি.আ)'র বইসমূহ জামেয়ার পার্শ্বস্থ লাইব্রেরী গুলো থেকে সংগ্রহ করুন।

শুভেচ্ছান্তে

ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম

উপাধ্যক্ষ,
রাঙ্গুনীয়া নুরুল উলুম কামিল (এম.এ.) মাদ্রাসা
মোবাইল: 01817-072254

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ লাব্বাইক লা-শারিকা লাকা

জশনে জুলুছে ঈদ-এ মিলাদুন্নবী (দ.) এ আগত সকলকে জানাই আন্তরিক

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

স্বাগতম হে আল্লাহর ঘরের সম্মানিত মেহমান!

IATA ACCREDITED AGENT

Biman BANGLADESH AIRLINES

ATAB MEMBER

তাবাসসুম

এয়ার ট্রাভেল্স এন্ড হজ্ব কাফেলা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত

হজ্ব ও ওমরাহ্ বুকিং চলছে...

বি.দ্র. ২০২১ সালের ওমরাহ্ এবং ২০২২ ও ২৩ সালের জন্য

আমাদের সার্ভিসসমূহ:

- হজ্ব ও ওমরাহ্
- ট্যুর প্যাকেজ
- টিকেটিং

উন্নত মান ও সেবার নিশ্চয়তা প্রদান

প্রোপাইটর: আলহাজ্ব হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন

পৃষ্ঠপোষক: আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ

চেয়ারম্যান, রাবেয়া বশর জন কল্যাণ ট্রাষ্ট, প্রকাশনা সম্পাদক, (ওএসি)

ঠিকানা: মজিদ মার্কেট, গ্রীন ভিউ, রেল লাইন সংলগ্ন, সুন্নিয়া মাদ্রাসা রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
+৮৮০১৮১৯-৮০৫৯২৭, ০১৯৭৯-৮০৫৯২৭, ০৩১-২৫৮০৯৯১, ই-মেইল: tabassumat17@gmail.com